EDGEWORTH'S

MURUD THE UNLUCKY.

FREELY TRANSLATED INTO BENGALI

BY

JUDU GOPAUL CHATTERJEA.

হতভাগ্য মুরাদ।

ইংরেজি হইতে

শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানির বহুবাজারস্থ ১৮২
সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সংবৎ ১৯১৮।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

PREFACE

In presenting this little volume to the public the Translator offers no apology to them as regards its matter, although all he might say to excuse himself for the manner of it, would be but insufficient. For besides being amused, what reader there is that has not risen a better man with the perusal of the inestimable tales of Maria Edgeworth? The amiable Writer of them, unlike many others of the class, has subjected the flights of imagination to the service of the serious business of life, and has imparted instructions in a way most efficacious and acceptable to the reader. MURAD THE UNLUCKY, like all its sister-tales, points a great moral and illustrates a great truth. It aims at dispelling a delusion under which most of our countrymen still labor and encourages a virtue which they st want. It shows that "success in the world depends more on *prudence* than upon what is called *luck* or *fortune*."

Independent of the absolute value that the tale carries with it, its comparative value will be yet greater. For the present Bengali literature can count very few books within its pale, which can safely be put into the hands of boys and young women of this country. Under such considerations

the Translator flatters himself with the hope that the book will not altogether be an unworthy present to the young and rising generation of his country as well as to the female portion of it.

In conclusion, the Translator begs to add that he has endeavoured to render the translation perspicuous and suited to the capacity of those for whom it is intended, making use of as easy a style as has been found compatible with elegance.

CONNAGUR,
The 15th *August*, 1861.

হতভাগ্য মুরদের কথা

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব্বকালে কালিফ্ হারুণ-আলরসিদ যেরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নিশিযোগে বোগদাদ্ নগরে ভ্রমণ করিতেন, কনস্তান্তিনোপোলের সম্রাটও সেই রূপ ছদ্মবেশে ধারণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

এক সিত পক্ষের রাত্রিতে এইরূপ বেড়াইতেং এক রজ্জু বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইলেন, এমন সময়ে আরবীয় উপাখ্যানে অদৃষ্ট বিষয়ে যে এক রজ্জু নির্ম্মাতা ও তাহার দুই বন্ধুর বিবাদ বিবৃত আছে তাহা সুলতানের স্মরণ হওয়াতে সমভিব্যাহারী মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন মন্ত্রিন্! অদৃষ্ট বিষয়ে তোমার মত কি?

"মহারাজের যদি অভিরুচি হয়, তবে আমার মতে লোকে বিবেচনা করিয়া চলিলেই অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, ভাগ্য কোন কার্য্যকর নহে"।

সুলতান কহিলেন “ কিন্তু আমার মতে যাহার কপাল ভাল, তাহারই সুখ হয়, প্রায়প্রতি দিনইত শুনিতে পাও অমুক লোক শুভাদৃষ্ট বলে বড় মানুষ হইয়াছে, যদি অদৃষ্টের গুণ না থাকিত তবে লোকে এমন কথা বলিত না।”

“ মহারাজের সহিত বিতর্ক করা এ ভৃত্যের সম্ভবে না” এই কথা বলিয়া বিবেচক মন্ত্রী চুপ করিলেন।

“ তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বল, ইহা আমার সম্পূর্ণ অভিলাষ ও অনুমতি জানিবে।” বাদসাহের এই আশ্বাস বাক্যে সাহস প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রী নিবেদন করিলেন “ মহারাজ লোকে বলে বটে, যে ‘ অমুক ’ কপাল গুণে বড় মানুষ হইয়াছে কিন্তু সেই শুভাদৃষ্ট ব্যক্তি যে কিং উপায়ে ও কারণে আপন অবস্থার উন্নতি করিয়াছে ইহার নিগুঢ় বৃত্তান্ত না জানাতে তাহারা অদৃষ্টকে তৎপ্রতিকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, যদি প্রকৃত কারণ অবগত হইত তবে অদৃষ্ট গুণ না বলিয়া বিবেচনাই সমৃদ্ধির হেতু বলিত। অধিক কথায় আবশ্যক নাই, এই নগরে সালা-দিন ও মুরদ নামে দুই সহোদর বাস করে, প্রথমোক্তটি যেমন তাহার শুভাদৃষ্টের জন্য প্রসিদ্ধ, শেষোক্তটি তাহার দুরদৃষ্টের নিমিত্ত তেমনই লোক সমাজে ঘৃণিত আছে। কিন্তু এই দুই ভ্রাতার ইতিহাস অনুসন্ধান ক-রিলে আমরা অসংশয়িত রূপে বুঝিতে পারিব যে এক

জন সুবিবেচনা গুণে আপন অবস্থার উন্নতি করিয়াছে, আর অন্য জন অবিবেচনা দোষে দুঃখের দশায় পতিত হইয়াছে।" মন্ত্রির বাক্য সমাপ্ত না হইতেই সুলতান ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কোথায় থাকে, এস, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে এই দুই জনের আপন মুখে স্ব২ বৃত্তান্ত শুনা যাউক।

সম্রাটের এই আজ্ঞা প্রাপ্তে সাদাদিন ও মুরাদ নগরের যে গলিতে বাস করিত, মন্ত্রী তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন। সেই গলিতে প্রবেশ মাত্র তাঁহারা বিলাপ আর্ত্ত উচ্চধ্বনি শুনিতে পাইলেন এবং, রোদন শব্দ লক্ষ্য করিয়া এক মুক্ত-দ্বার ভবনে উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি অতিশয় কাতর ভাবে রোদন করিতেছে ও মাথার পাগড়ি খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিতেছে; তদ্দর্শনে সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন 'মহাশয়! এমন সময় কি কারণে ক্রন্দন করিতেছেন? কিন্তু সে ব্যক্তি প্রতিবচন প্রদান না করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা গৃহ মধ্যে পতিত এক ভগ্ন কাচপাত্র দেখাইল।

ভগ্ন কাচপাত্র খানি উত্তোলন করিয়া বাদসাহ কহিলেন, পাত্রটি অতি সুন্দর বটে, কিন্তু একটি কাচপাত্র বিনাশ কি ঈদৃশ উৎকট খেদ ও বিলাপের কারণ হইতে পারে?

বাদসাহের এই কথা শুনিয়া ক্রন্দনশীল ব্যক্তি বিলাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে এবং আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি

অবলোকন করত কহিল "মহাশয়গণ! আপনাদের বিদেশি দেখিতেছি, আপনারা জানেন্ না যে "হতভাগা" মুরদের সহিত কথা কহিতেছেন. জন্মদিন হইতে আমার যত বিভ্রাট্ ঘটিয়াছে তাহা যদি শুনেন্ তবে অবশ্যই স্বীকার করিবেন আমার ঈদৃশ বিলাপ করিবার বাস্তবিক অধিকার আছে।

মুরদের আজন্ম ইতিবৃত্ত শুনিতে রাজা অতিশয় কৌতুহল প্রকাশ করিলেন এবং সেও শ্রোতৃদ্বয়ের করুণা উদ্রেক করিবার আশয়ে আপন দুঃখের কাহিনী সবিস্তর বর্ণনা করিতে মানস করিল; বলিল " এ হতভাগার বাটীতে আপনাদের নিমন্ত্রণ করিতে সাহস হয় না, তবে আপনারা খুসি হইয়া যদি অদ্য রাত্রিতে এখানে অবস্থিতি করেন, তবে আপনাদের সাবকাশ মতে আমার দুর্দ্দশার কথা নিবেদন করি,,

মন্ত্রী কহিলেন "মহাশয়: আমরা বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোক, সত্বরই পান্ডুশালায় যাইতে হইবে, সেখানে সঙ্গিরা আমাদের অপেক্ষা করিয়া আছেন, অতএব সমস্তরাত্রিকাল আপনার আবাসে আতিথ্য স্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু অনুমতি হইলে আমরা অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এখানে অবস্থিতি করিতে পারি। আপনার দুর্দ্দশার কথা আখ্যান করিতে যদি পুনরায় দুঃখের সঞ্চার না হয়, তবে অবিলম্বে আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন।"

মনুষ্য লোক দুঃখের কথায় লজ্জিত হউক না কেন,

শৈশবকালাবধি কনিষ্ঠ ভ্রাতার শুভাদৃষ্টের যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল একে২ তৎসমুদয় বর্ণনা করিয়া আপনাদের বিরক্ত করিব না। অদৃষ্ট যে তৎপ্রতি প্রশন্ন ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিল না। আমি যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতাম দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা সম্পান্ন করিতে পারিতাম না, তিনি যে কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতেন, তাহাতে কৃতকার্য্য ও লব্ধফল হইতেন; সুতরাং লোক-সমাজে তাঁহার যেমন শুভাদৃষ্টের খ্যাতি হইতে লাগিল, তেমনই আমারও মন্দ ভাগ্য প্রচার হইল। পূর্ব্বোক্ত বাণিজ্য-জাহাজ আসা পর্য্যন্ত পিতার কর্ম্মকাজ সুন্দররূপে চলিতে লাগিল এবং সেই হেতু পরিজনবর্গেরও সুখস্বচ্ছন্দতা দিন২ বৃদ্ধি হইল। সালাদিনের শুভাদৃষ্টই এইরূপ অবস্থা উন্নতির কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল।

আমার ২৮ বৎসর বয়সের সময় পিতা লোক যাত্রা সম্বরণ করিলেন। মৃত্যুকালে সালাদিনকে নিকটে ডাকিয়া আপনার কাজ কর্ম্মের সকল কথা প্রকাশ করিলেন। শেষে কহিলেন "বাপু আমাদের বড়মানুষিতে পূর্ব্বার্জিত সকল অর্থ নিঃশেষিত হইয়াছে, কপাল জোরে লাভ করিব ভাবিয়া শেষকালে অধিক টাকার সওয়াদা করিয়াছিলাম, তাহাতে সকল লোকসান হইয়াছে অতএব কিছুই রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। থাকিবার মধ্যে দুইটি চিন দেশীয়

অত্যুৎকৃষ্ট তৈজস(১) রহিল। ঐ দুইটি দেখিতে যেমন মনোহর, বিদেশীয় অক্ষরে মন্ত্র লেখা থাকাতে উহারা তেমনই মূল্যবান। পাত্র দুটি কাছে থাকিলে মন্ত্রের গুণে সকল কর্ম্মেই সিদ্ধ হইবে।

যদিও পিতা ঐ দুইটী পাত্রের একটীও আমায় দেন্ নাই, তথাচ সদাশয় ভ্রাতা একটী দিলেন। আমি আপন মন্দাদৃষ্ট জন্য নিয়ত ম্রিয়মান থাকিতাম দেখিয়া, তিনি সর্ব্বদাই অদৃষ্ট বিষয়ে কথা তুলিয়া আমার সহিত তর্ক করিতেন এবং বলিতেন অদৃষ্ট কোন কাজের নহে, কপাল আবার ভাল মন্দ কি? এই রূপ তর্ক করিয়া আমাকে সমস্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু অদৃষ্ট ভাল মন্দ নাই, একথায় আমার কোনক্রমেই প্রতীতি জন্মিত না। আমি নিশ্চয় জানিতাম যে আমি যখন যে কর্ম্মে হাত দিব অদৃষ্ট আমার সঙ্গে২ থাকিবে। এই বিশ্বাস থাকাতে আমি নিরুদ্যম ও নিষ্কর্ম্ম হইয়া সমস্ত সময় দুশ্চিন্তায় যাপন করিতে লাগিলাম, কিন্তু ভ্রাতা, অদৃষ্ট বিষয়ে সন্দিহান না হইয়া অথবা স্বীয়

---

(১) ধাতুময় পাত্রকেই তৈজস কহা যায়। বাঙ্গলা ভাষায় ইংরেজি ভেস্ শব্দের প্রকৃত অর্থ-জ্ঞাপক কোন শব্দ না থাকাতে 'তৈজস' ব্যবহার করা গেল। সুঘটিত এবং কিছু দীর্ঘাকার কাচপাত্রের নাম ভেস্। ভেস্ দেখিতে অতি সুন্দর; তত ব্যবহারোপযোগী নহে, সৌষ্ঠব সম্পন্ন গৃহোপকরণ মাত্র।

শুভাদৃষ্ট প্রযুক্ত উদ্যমশালিতা ও কর্ম্মকুশলতা দ্বারা দৈন্যদশা দূরি করণে প্রবৃত্ত হইলেন।

সালাদিন পিতৃদত্ত কাঁচ-পাত্র দুটিতে লোহিত বর্ণের গুড়া আছে, দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই উহাতে উৎকৃষ্ট রং হইতে পারে স্থির করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরিশ্রম করিয়া রং প্রস্তুত করিয়া তুলিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পিতা বর্ত্তমানে আমরা বড়মানুষিতে চলিতাম। সম্রাটের অন্তঃপুরে যে বণিক বস্ত্র বিক্রয় করে, আমার মাতার পরিধেয় বস্ত্র তাহারই নিকট ক্রীত হইত। সালাদিন সেই সময় সৌজন্য ও কতিপয় সামান্য উপকার দ্বারা ঐ বণিক্‌কে বাধ্য করিয়াছিলেন। রং প্রস্তুত হইলে বণিককে দেখাইলেন সে ব্যক্তি তাহা চালাইয়া দিল। ফলতঃ রং যেরূপ উজ্জ্বল ও কমণীয় হইয়াছিল উহা প্রচলিত করিতে অন্যের অনুরোধ আবশ্যক হইত না, দেখিবা মাত্র লোকে আদর করিয়া লইত। সালাদিন আরং পণ্য সামগ্রী লইয়া এক দোকান খুলিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বিপণী ক্রেতায় পরিপূর্ণ হইল। সৌজন্য ও সুমিষ্ট কথায় তিনি ক্রেতাগণকে তুষ্ট করিতেন। এদিকে আমায় যে দেখিত, সেই আমার বিমর্ষভাবে বিরক্ত হইয়া আমার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিত। লোকের এইরূপ ব্যবহার ‘দুরদৃষ্ট বিষয়ে’ আমার মতের পোষকতা করিতে লাগিল।

এক দিন আমার প্রতি বিক্রয়ের ভার দিয়া সালা-দিন কার্য্যান্তরে গিয়াছিলেন। এমন সময় বহুমূল্য পরিচ্ছদধারিণী কোন সম্ভ্রান্তা সীমন্তিনী দুই জন পরি-চারিকা সমভিব্যাহারে দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া নানাবিধ বিক্রেয় দ্রব্য দেখিতে লাগিলেন এবং তন্মধ্যে পিতৃ-দত্ত আমার সেই চিনের বাসনখানি দেখিয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বিক্রয় করিতে অসম্মত হওয়াতে তিনি ক্রমে মূল্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। কহিলেন ‘ উটি আমার বড় মনে লাগিয়াছে ; তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব, বাসনখানি আমায় বিক্রয় কর,’ কিন্তু আমি কিছুতেই স্বীকার পাইলাম না। ভাবিলাম পিতা বলিয়া গিয়াছেন উহাতে মন্ত্র লেখা আছে, আপন ইচ্ছায় ছাড়িয়া দিলে না জানি কত বিভ্রাট্ ঘটিবে। ঐ ভদ্রা রমণী এইরূপে ঈপ্সিত দ্রব্য না পাওয়াতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং পরিশেষে রাগভরে দোকান হইতে চলিয়া গেলেন।

সালাদিন প্রত্যাগত হইলে আমি সকল কথা বলি-লাম। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম আমার সদ্বিবেচনা জন্য ভ্রাতা প্রশংসা করিবেন, কিন্তু শুনিয়া প্রশংসা করা দূরে থাকুক, “মন্ত্রগুণে অবস্থার উন্নতি হইবে,” এই অ-লীক কথার উপর নির্ভর করিয়া উপস্থিত টাকা হাত ছাড়া করাতে তিনি বিরাগ প্রকাশ করিলন, এবং তি-

জস বিক্রয় করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু ' অদৃষ্ট নাই,' ' মন্ত্র মিথ্যা,' এ সকল প্রত্যয় করিতে আমার সাহস হইল না। সে যাহা হউক পর দিবস ঐ কামিনী পুনর্ব্বার দোকানে আসিলে, সালাদিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া আপনার তৈজসখানি বিক্রয় করিলেন।

এইরূপে মূলধন লাভ করিয়া তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিলেন এবং তাহা বিক্রয় করিয়া লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। সালাদিন প্রচুর ধন পাইলে পর, তখন আমার অনুতাপ হইল। কোনং ব্যক্তি কার্য্যকালে ঠিক বিবেচনা করিতে পারে না, সময় বহিয়া গেলে তবে বুঝিতে পারে যে তাহারা যা করে, তদ্বিপরীতই যথার্থ সুবিবেচনার কর্ম্ম, আমার সর্ব্বদা এই দশা ঘটে এবং আমার দুরদৃষ্টের কারণই এই।

যে রমণী সালাদিনের তৈজস ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি সুলতানের পরম প্রণয়পাত্রী ও তদীয় পুরবাসিনী আরং মহিলাগণের উপর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। প্রথম দিনে তত জিদ্ করিলেও আমি উপরোধ না মানিয়া যে কাচপাত্র বিক্রয় করি নাই, ইহাতে আমার প্রতি তাঁহার এত ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে তিনি স্পষ্টই প্রকাশ করিলেন আমি থাকিলে দোকানে আসিবেন না। আমাকে বিদায় করিয়া দিতে ভ্রাতার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এমন সদাশয় ভ্রাতার অমঙ্গলের কারণ হইব ভাবিয়া সালাদিনের অজ্ঞাতসারে তাঁহার বাটী

হইতে বাহির হইলাম। কোথায় যাইব, কিরূপে দিন-পাত করিব, এ চিন্তা আমার মনে উদয় হইল না। অবশেষে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে অবসন্ন হইয়া এক রুটি ওয়ালার দোকানের সম্মুখে এক খণ্ড প্রস্তরের উপর বসিলাম। উষ্ণ রুটির গন্ধ পাইয়া কিছু খাইবার আশয়ে দোকানের ভিতর প্রবেশ করিলাম এবং দীন ভাবে ভিক্ষা চাহিলাম।

সে দিন গলিতেং রুটি বিক্রয় করিয়া দিব এই পণে রুটিওয়ালা আমাকে খাইতে দিল। আহার করিলে পর, তাহার সহিত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া রুটি বিক্রয় করিতে বহির্গত হইলাম, কিন্তু শীঘ্রই ইহার ফলভোগ করিতে হইল, ফলতঃ গ্রহ পূর্ণ মন্দ না হইলে স্মৃতি ও বিবেচনাশক্তি শূন্য হইয়া আমি রুটি বিক্রয়ের ভার লইতাম না।

কিয়দ্দিনাবধি কন্‌স্তান্তিনোপোল্ বাসিরা মন্দ ও লঘুভার রুটি ক্রয় করিয়া অতিশয় উত্ত্যক্ত হইয়াছিল। নগরবাসিদের এরূপ বৈরক্তি অনেক অনর্থের ও কখনং বিদ্রোহেরও মূল হইয়া থাকে। অতএব এইরূপ গোলমালে পড়িলে রুটিওয়ালারা জীবন পর্য্যন্ত হারাইয়া থাকে। আমি এ সকল অবগত ছিলাম কিন্তু রুটি লইবার সময় ও কথা আমার মনে পড়িল না। সে যাহা হউক রুটি লইয়া পথে বাহির হইবা মাত্র নগর বাসিরা আমাকে ধরিয়া বসিল। যে দেখে, সেই মার

পর নাই কটুকাটব্য বলিয়া ভৎসনা করিতে লাগিল, ফলতঃ নগরে মহা গোলমাল উপস্থিত হইল। রাজমন্ত্রী ভীত হইয়া আমার মস্তকচ্ছেদনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। রুটিওয়ালার প্রতি এইরূপ দণ্ড বিধান না করিলে নগরবাসিরা শান্ত হয় না।

আমি নগরবাসিদের কত স্তুতিবিনতি করিয়া বলিলাম ' ভাই সকলেরা, আমি রুটিওয়ালা নহি, আমার জন্মেও আমি কখন রুটি বিক্রয় করি নাই, পেটের জ্বালায় এক রুটিওয়ালার নিকট বস্ত্র বন্ধক রাখিয়া তাহার রুটি বিক্রয় করিতে আসিয়াছি, অতএব তোমরা দয়া করিয়া আমার জীবন দান কর। আমার এইরূপ বিনয়গর্ভ বাক্য শুনিয়া ও নিরপরাধের প্রমাণ পাইয়া কাহারও২ মনে দয়া হইল, এবং তাহাদের আনুকূল্যে সেই জনতা মধ্যে একটু পথ পাইয়া সে যাত্রা প্রাণ রক্ষা করিলাম।

সেই দিনই কনস্তান্তিনোপোল নগর ত্যাগ করিলাম। খানিক দূর যাইয়া এক দল সৈন্য দেখিতে পাইলাম, জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম তাহারা সুলতানের সেনা; মিসরদেশে যাত্রা করিতেছে। নিরুপায় জানিয়া সৈনিক ব্যবসায় অবলম্বন করিলাম, ভাবিলাম যদি খোদার ইচ্ছা আমার অকালে মৃত্যু ঘটে, তবে শীঘ্র মরিলেই ভাল। ফলতঃ নিজ দুরদৃষ্টের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস হওয়াতে আমি এমনি নিরাশঃ ও নিশ্চেষ্ট

হইয়া ছিলাম, যে তখন ভাল মন্দ বিবেচনা শক্তি রহিত হইয়াছিলাম শরীর পালনোপযোগী কর্ম্ম গুলি করিতেও বিরক্তি বোধ হইত। সমুদ্রপথে মিসরদেশ যাত্রাকালীন সমস্ত দিনই ধূম্রপান করিতাম, মনে করিতাম যদি অকস্মাৎ ঝটিকা উঠিয়া জাহাজ জলমগ্ন হয়, তবে ঠিক যেমন বসিয়া তামাক খাইতেছি এমনিই থাকিব, প্রাণ রক্ষার্থ রজ্জু অবলম্বন বা অন্য কোন চেষ্টা করিব না। বাস্তবিক সে সময় কোন কর্ম্ম করা দূরে থাকুক, কর্ম্ম শব্দটি মনে হইলেই আমার অঙ্গ অবশ হইত।

সে যাহা হউক পথে কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত না হইয়া জাহাজ মিসর দেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল। আরং সকলে তীরে উঠিলে পর, কোন কারণ বশতঃ আমাকে অনেক ক্ষণ জাহাজে থাকিতে হইয়াছিল। ছাউনিতে পৌঁছিতে রাত্রি হইল। নির্ম্মল চন্দ্রমা প্রকাশ হওয়াতে দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, পরিষ্কার সিকতাময় ভূমির উপর শ্বেতবর্ণের স্কন্ধাবার নিবেশিত হইয়াছে। তথা হইতে কিয়দ্দূরে কেবল কতক গুলি খর্জ্জুর বৃক্ষ শোভা পাইতেছে।

যাইতেং আমার তামাক খাইবার স্পৃহা জন্মিল অতএব একটি তাম্বুর নিকট অগ্নি কুণ্ড দেখিতে পাইয়া তদ্দিকে ধাবমান হইলাম। এমন সময় বালির উপর একটি উজ্জ্বল দ্রব্য দেখিতে পাইলাম। তুলিয়া দেখিলাম সেটি অঙ্গুরী; পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করা

অন্যায় জানিয়া তদ্দণ্ডেই স্থির করিলাম কল্য প্রত্যুষে প্রচার করিয়া দিব যাহার অঙ্গুরি হারাইয়াছে সে ব্যক্তি আমার নিকট হইতে লইয়া যায়। তামাক খাইতে বড় স্পৃহা হইয়াছিল, অতএব শীঘ্র আংটি টি একটা আঙ্গুলে পরিয়া পূর্ব্ববৎ দ্রুত চলিতে লাগিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অঙ্গুরীটি অঙ্গুলিতে পরিয়া ছিলাম, অতিশয় ঢিলে হওয়ায়তে পড়িয়া গেল; কিরূপে খুঁজিতে আরম্ভ করিলাম। নিকটে একটা অশ্বতর চরিতেছিল, তাহার পায়ের গোড়ায় আংটি পড়িয়াছিল, কুড়িয়া লইবা মাত্র সেটা মাথায় এমনি পদাঘাত করিল যে আমি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

আমার রোদন-শব্দে পার্শ্ববর্ত্তি তাম্বুস্থ সেনাগণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রার ব্যঘাত জন্মিবাতে সহজেই তাহারা আমার উপর বিরক্ত হইতে পারে। তাম্বুর বাহিরে আসিয়া তাহারা আমায় চোর অপবাদ দিয়া বলিল "তুই আংটি চুরি করিয়া পলাইতেছিলি, পশুর লাতি খাইলি, এখন আর বিচারের অধীন হইবি" এই বলিয়া বল পূর্ব্বক অঙ্গুরীয়ক কাড়িয়া লইল এবং আমাকে ধরিয়া রাখিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে আমাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করিল। চুরি করি নাই শপথ করিয়া বলিলাম, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট বিশ্বাস করিলেন না, প্রত্যুত অঙ্গুরীয়ক এবং তাম্বুতে পূর্ব্ব দিনের গোলমালে আরও যে

সকল দ্রব্য হারাইয়াছিল, সমুদয় আমি চুরি করিয়াছি ইহা কবুল করাইবার নিমিত্ত অতিশয় প্রহার করিলেন। আমার দুরদৃষ্টই এই শাস্তি করিল। কপাল মন্দ না হইলে আগুন লইতে কেনইবা তত তাড়াতাড়ি করিব।

প্রহার-জনিত অঙ্গবেদনা আরাম হইলে আমি বেড়াইতে যাইলাম। অনতিদূরে রক্তবর্ণের নিশানযুক্ত একটা তাম্বু দেখিতে পাইলাম; জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম, যাহারা চা খাইতে ইচ্ছা করে, মূল্য দিলেই ওখানে প্রস্তুত করা চা খাইতে পায়। চা খাইতে ইচ্ছা করিয়া ঐ তাম্বুতে প্রবেশ করিলাম। কতক লোকে চা খাইতেছিল, কতকগুলি গল্প করিতেছিল। এক জন ভদ্রলোকের নিকট শুনিতে পাইলাম তিনি তিন দিন ধরিয়া প্রচার করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাঁহার অঙ্গুলিভ্রষ্ট অঙ্গুরী দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে দুই শত টাকা পারিতোষিক দিবেন কিন্তু তথাপি হৃত বস্তুটি পান নাই। ইহাঁরই আংটি আমি কুড়িয়া পাইয়াছিলাম নিশ্চয় করিয়া, সকল বৃত্তান্ত অবগত করিলাম এবং যে ব্যক্তি আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল তাহাকে দেখাইয়া দিলাম। তিনি আংটি ফিরিয়া পাইলেন এবং আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাইয়া বিশেষতঃ তাঁহারই সামগ্রী জন্য অন্যায় দণ্ড পাইয়াছিলাম বলিয়া দয়া করিয়া প্রতিশ্রুত দুই

শত দিকুউন মুদ্রা পারিতোষিক দিলেন। এক্ষণে আপনারা মনে করিবেন, টাকা পাইয়া আমি সুখি হইয়াছিলাম, কিন্তু এ হতভাগার কপালে সুখ কোথায়? এই টাকা কেবল নূতন আপদের কারণ মাত্র হইল।

এক দিন রাত্রিতে, সকলে নিদ্রা গিয়াছে মনে করিয়া আমি টাকাগুলি গুণিয়া রাখিলাম। পর দিন আমার সঙ্গিরা আমাকে সরবৎ পান করিতে নিমন্ত্রণ করিল। আমার পানীয় সরবতে যে কি মিশ্রিত করিয়াছিল তাহা জানি না, কিন্তু পান করিবা মাত্র আমার অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল এবং ক্ষণপরেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিলাম, তাম্বু হইতে কিছু দূরে একটি খর্জ্জুর বৃক্ষতলে শয়ান রহিয়াছি। চৈতন্য হইলে সর্ব্বাগ্রেই মুদ্রার তোড়াটি মনে পড়িল। দেখিলাম কটিদেশে থলেটি বদ্ধ আছে, কিন্তু খুলিয়া জানিতে পারিলাম মুদ্রা নাই, কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে। যাহাদের সহিত সরবৎ পান করিয়াছিলাম তাহারাই আমার টাকা চুরি করিয়াছে, এবং পূর্ব্ব রাত্রে যখন টাকা গুণিয়াছিলাম, তখন তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনও অবশ্য জাগিয়া থাকিবেক, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না।

যাহা হউক টাকা পাইবার আশয়ে তাহাদের নামে নালিশ করিলাম, কিন্তু দুরাচারেরা সকলেই শপথ করিয়া

আপনাদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিল। আমার সাক্ষি বা অন্য কোন প্রমাণ ছিল না, সুতরাং বিচার কর্ত্তা কিছুই করিলেন না। এই রূপেত সর্ব্বস্ব হৃত হইল, অধিকন্তু নালিশ করিয়াছিলাম বলিয়া সকলেই আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইল। দেখিলেই তামাসা করিত। এই সমস্ত কারণে উত্ত্যক্ত হইয়া আমি আপনার প্রতি "হতভাগা" অভিধান প্রদান করিলাম। সেনারা এক চায় আর পায় সকলেই "হতভাগা" মুরদ বলিয়া বিদ্রুপ করিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু মহাশয়গণ! উল্লিখিত দুঃখচয় ইহার পরের দুঃখের সহিত তুলনা করিলে দুঃখই বোধ হইবে না।

তুরুষ্ক সেনাদের, তাম্বুর যে কোন স্থান লক্ষ্য করত গুলি করিয়া আমোদ করিবার প্রথা ছিল। সেনাপতিরা এই ভয়ানক আমোদ রহিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা কোন কার্য্যকর হয় নাই। কখনং এমনও ঘটিত যে একদল সেনা এক স্থান লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি গুলি করিতেছে, সেনাপতি নিষেধ করিয়া পাঠাইলে ক্ষণকাল মাত্র নিরস্থ হইত কিন্তু পুনরায় আরম্ভ করিত। তখন এমনি বিশৃঙ্খলা ছিল, যে এইরূপ অবাধ্যতা জন্য কোন দণ্ড বিহিত হইত না। আর সকলেই বারম্বার এইরূপ আমোদ করাতে কেহই ইহাতে ভয় পাইত না। তাম্বু বস্ত্র ভেদ করিয়া গুলি পড়িতেছে, ভিতরের লোকেরা নিরুদ্বেগে ধূম্র পান করিত।

মৃত্যু বিষয়ে এইরূপ অসাবধানতা, কাহারও শারীরিক আলস্য প্রযুক্ত কাহারও বা অহিফেনের গুলি পান জনিত নেশা দ্বারাই হইত। কিন্তু অধিকাংশ সেনারা, কপালে মৃত্যু লেখা থাকিলে অবশ্যই ঘটিবে এই বিশ্বাস করিয়া মৃত্যুর ভূয়সি সম্ভাবনা থাকিলেও তন্নিবারণের চেষ্টা করিত না। একত্রে দুমপান করিতেছে তন্মধ্যে এক জন গুলিদ্বারা আহত হইলে আর আর সকলেই বলিত আমাদের কাল পূর্ণ হয় নাই, খোদার ইচ্ছা নয় যে এখন আমরা মরি।

আমি স্বীকার করি যে এইরূপ কাল পূর্ণ হইলে মরিব বলিয়া মৃত্যু নিবারণ করিতে চেষ্টা না পাওয়া প্রথমে আমার অতিশয় অশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ সে বিস্ময় দূরীভূত হইল এবং অদৃষ্ট বিষয়ে আমার যে মত আছে এতদ্দ্বারা তাহার পোষকতা করিল। সহচরদের ন্যায় আমিও অসাবধান হইয়া বেড়াইতে লাগিলাম, ভাবিলাম দুরদৃষ্টের অবশ্যম্ভাবি ঘটনা নিবারণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে, হয়ত কালিই মরিয়া যাইব, অতএব আজি যত পারি আমোদ করিয়া লই।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, যথা সাধ্য আমোদে মগ্ন থাকাই আমার প্রত্যাহিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল। আপনারা সহজেই অনুভব করিবেন, আমার দৈন্যদশা যথেষ্ট পান ভোজনের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল কিন্তু শীঘ্রই এমন সুবিধা ঘটিল যে সংগতি না থাকিলেও যথা রুচি আহার

করিতে সমর্থ হইলাম। তাম্বুতে কতক গুলি ইহুদী ছিল। সুলতানের সেনরা জয় লাভ করিবে ঠিক করিতে পারিয়া বিপুল সুদ প্রত্যাশায় তাঁহারা সেনাদের টাকা ধার দিত। আমিও এক জন ইহুদির নিকট টাকা সরবরাহ চাহিলাম। সে ব্যক্তির [illegible] সহিত জানিত ছিল, তাঁহাকে শুদ্ধি সম্পন্ন ও [illegible] এবং আমি তাঁহাদের সহোদর পরিচয় পাইয়া [illegible] টাকা দিতে কুণ্ঠিত হইল না। ভাবিলাম [illegible] দিতে পারিলে সালদিনের নিকট [illegible] আদায় করিয়া লইবে। [illegible] টাকা লইয়া আমি কেবলই [illegible] খাইতাম. এই দ্রব্যের এমনি বশবর্তী হইলাম যে না খাইলে থাকি-তে পারিতাম না. খাইলে মাদকতা প্রযুক্ত [illegible] দুরদৃষ্ট ও পূর্ব্ব বিপদ সকলই বিস্মৃত হইতাম।

একদিন অতিরিক্ত পরিমাণে মাদক দ্রব্য পান করিয়া পাগলের ন্যায়. 'আমি হতভাগা নই. কেহ যেন আমাকে হতভাগা বলে না' বারং এই কথা বলিয়া নৃত্য গীত করতঃ ইতস্ততঃ পরিক্রম করিতেছিলাম। এমন সময় এক ভদ্র ব্যক্তি আমার হাত ধরিয়া টানিতে চেষ্টা করিলেন. বলিলেন সেনারা লক্ষ্য স্থলে গুলি করিতেছে দেখিতেছ না, এইমাত্র একজন তোমার উষ্ণীষের উপর লক্ষ্য করিয়াছে. আর বন্দুকে বারুদ পুরিতেছে, ও [illegible] হইতে সরিয়া আইস। কিন্তু আমার কুগ্রহ

তখনি আমাকে ধরিয়া বসিল। হিতাকাঙ্খি ভদ্র লোক্‌কে বরং কিঞ্চিৎ রাগত ভাবে বলিলাম "তুমি কি এখনও আমাকে হতভাগা জ্ঞান কর না কি? আমি আর হতভাগা যুবক নই"। আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থাকিয়া তিনি সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন, ক্ষণ পরেই এক গুলি লাগিয়া আমি ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলাম।

এক জন অস্ত্র চিকিৎসক আমার গাত্র হইতে গুলি কাটিয়া বাহির করিল, তাহার ফলে আমাকে দশ গুণ অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। তাহারই বা কি দোষ দিই কেন, সেই সময় প্রধান সেনাপতি সে স্থান হইতে যাত্রা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সকলেই সত্বর ছিলেন। চিকিৎসকও ব্যস্ততা প্রযুক্ত বোধ হয় বিশেষ মনোযোগ না করিয়া অস্ত্র করিয়াছিলেন। আমি অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলাম। যাহারা আরোগ্য হইবার নহে, তাহাদের সহিত এই স্থানে পরিত্যক্ত হইব এই উদ্বেগ আরো যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিল। আমি অত অধীর না হইলে ক্রমে আরও যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম, তাহা ঘটিত না, কিন্তু মহাশয়েরা, আমিত বরাবর বলিয়া আসিতেছি, কোন কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে তাহার ফল আমি বিবেচনা করিতে পারিতাম না। করিয়া, দুর্দ্দশায় পতিত হইলে শেষে অনুতাপ করিতাম।

যে দিনে. আমার অতিশয় জ্বর, সে দিনে গাত্রোত্থান করিতে নিষিদ্ধ হইলেও স্বভাবসিদ্ধ আলস্য অতিক্রম করিয়া ও রৌদ্রের প্রখরতা না মানিয়া বারং তাম্বুর দ্বার দেশে গিয়াছিলাম। এইরূপ যাইবার আর কোন অভিপ্রায় ছিল না, শুদ্ধ কৌতুহল ; সেনারা কি রূপ দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা করে, কাহারাই বা পশ্চাতে থাকে, এই সকল দেখিবার মানসে আমি নিয়ত দ্বার দেশে উঠিয়া গিয়াছিলাম। যাত্রা করিবার আদেশ প্রচার হইলেও সেনারা ধীরে. গমন করিতে আরম্ভ করিল। আমি যদি চিকিৎসকের বারণ শুনিতাম তবে মন্দগামি সেনাদের সঙ্গে যাইতে শক্ত হইতাম কিন্তু সন্ধ্যাকালে যখন চিকিৎসক ক্ষত স্থান দেখিতে আসিলেন তখন আমাকে এত মন্দ অবস্থায় দেখিলেন যে কোন রূপেই স্থানান্তরিত করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। যে সকল সেনারা পীড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে লইয়া যাইতে নিযুক্ত রহিল, তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা আগত কল্য নাগাইদ্ ইহাকে অগ্রবর্ত্তি সেনাদের নিকট পহুছিয়া দিও"।

পরদিন তাহারা আমাকে অনেক সুস্থ দেখিয়া অশ্বতর পৃষ্ঠে অগ্রবর্ত্তি সেনাদের ছাউনিতে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু পূর্ব্বে অঙ্গুরীয়ক খুঁজিবার সময় যেটা আমাকে নাতি মারিয়াছিল, আমার চড়িবার নিমিত্ত সেনারা সেই অশ্বতরটা আনিয়া উপস্থিত করিল,

কিন্তু আমি তৎপৃষ্ঠে উঠিতে কোন ক্রমেই সম্মত হইলাম না। তাহাদের কত বিণয় করিয়া বলিলাম "ভাই সকলেরা, তোমরা ঐ দুরন্ত পশুটাকে আমার সম্মুখ হইতে লইয়া যাও, ওটাকে দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে"। পরে আমাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতে তাহাদিগকে যুক্তি দিলাম। তাহারা খানিক দূর ঐ রূপ করিয়া লইয়া চলিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রান্ত হইয়া বালিতে শুয়াইয়া রাখিল। আমাকে বলিল অনতিদূরে একটি নির্ম্মল নির্ঝর দেখিতে পাইয়াছে, তথা হইতে এক মসক জল আনিবে।

কতক্ষণে জল আসিবে, কতক্ষণে জল পান করিয়া শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র করিব, এই প্রত্যাশায় রহিলাম, কিন্তু কোথায় বা জল, কোথায় বা রক্ষক সেনাগণ। তাহারা আর ফিরিয়া আইল না। দুই প্রহর কাল এইরূপ পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া নিকট মৃত্যু অবধারণ করিলাম। যে রূপ শুইয়া ছিলাম, সেইরূপই থাকিলাম, উঠিবার আর চেষ্টা করিলাম না। ভাবিলাম মহম্মদের ইচ্ছা আমি এই অবস্থায় মরিব, এবং মৃত্যুর পর কুকুর শৃগালাদির ন্যায় অসমাহিত থাকিব। মাদৃশ হতভাগার এইরূপ মৃত্যুই উপযুক্ত।

কিন্তু আমার এ অনুমান ঠিক হয় নাই। কতক গুলি ইংরেজ সৈন্য ঐ স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন। তাঁহারা আমার আর্ত্ত নাদ শুনিতে পাইয়া সদয় চিত্তে আনু-

স্থলা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া চলিলেন, ক্ষত স্থানে পটি দিলেন, এবং আরঃ বিবিধ সৎকার করিলেন। ফলতঃ আত্মীয় স্বজনেরা যে রূপ ব্যবহার করেন, তাঁহারা সেই রূপই করিতে লাগিলেন। যদিও খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, তথাপি মহম্মদের উপাসক গণের অপেক্ষা (ভ্রাতা সালাদ্দিন ব্যতীত) তাঁহাদিগের প্রতি অধিক অনুরক্ত হইবার আমার বিশেষ কারণ রহিল।

ইংরেজ সেনাদিগের যত্ন ও তদ্বিরে আমি ত্বরায় আরোগ্য লাভ করিলাম, কিন্তু কপালে সুখ না থাকিলে কে সুখ দিতে পারে? পুনরায় আবার দুঃখ জালে আকীর্ণ হইলাম। একদিন দারুণ গ্রীষ্ম হওয়াতে অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া কতিপয় সেনার সহিত জলাহরণার্থ বহির্গত হইলাম। আমাদের সমভিব্যাহারি একজন পণ্ডিত একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেনারা সেই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপ কঠিন পরিশ্রম করিতে আমার প্রবৃত্তি ছিল না; সুতরাং কোন নির্ঝর দেখিতে পাইবার আশয়ে এ দিক ও দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এক দৃষ্টিতে এক দিকে চাহিয়া থাকাতে কিয়দ্দূরে ঠিক একটি জলাশয়ের মত দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া সঙ্গিগণকে সমাচার দিলাম; কিন্তু ইংরেজ পণ্ডিত টি আমাকে কহিলেন যাহা তুমি

দেখিয়াছ উহা বাস্তবিক জল নহে, মরুভূমিতে সচরাচর ঐ রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; উহার নিকটে যাইলে জল পাইবে না। তিনি আরো বলিলেন যে উহা যত নিকট বোধ করিতেছ বাস্তবিক তত নিকট নয়, উহার অনুস স্থানে যাইলে আর ফিরিয়া আসা দুষ্কর হইবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার এ কথায় কর্ণপাত করিলাম না। অজ্ঞাতসারে এই জলজ্ঞাপক প্রবঞ্চক স্থানের অনুসরণে বহির্গত হইলাম। আমার বোধ হয় কোন দুষ্ট ভূতযোনি আমাকে প্রবঞ্চনা করিবার আশয়ে এই রূপ মায়াজল বিস্তার করিয়া রাখিয়া ছিল, এবং সেই সময় পণ্ডিত বাক্য অবহেলনে প্রবৃত্তি দিয়াছিল। আমি ক্রমশঃ চলিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে উহাকে যে স্থলে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সেই স্থানে উত্তরিলে আরো অধিক দূরে বোধ হইতে লাগিল। যতই ধাবমান হই, ততই দূর বোধ হয়, কোন ক্রমেই ধরিতে পারি না। যখন উহার প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হইলাম, তখন বুঝিতে পারিলাম ইংরেজেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই যথার্থ। তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়া কিছু তাদৃশ কষ্টসাধ্য কূপ-খনন কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন নাই।

আমি এখন যারপর নাই ক্লান্ত হইয়াছিলাম; যাত্রা-দিগের ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম তাহাদিগের দেখিতে পাইবার আশয়ে পশ্চাৎ নিরীক্ষণ করিলাম, কিন্তু সেই বালুকাপূর্ণ ভূমিতে কি মনুষ্য, কি পশুপক্ষি,

কি একগাছি তৃণ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ইংরেজদের স্কন্ধাবারে ফিরিয়া যাওয়া ব্যতিত আমার গত্যান্তর ছিল না, সুতরাং বালিতে অঙ্কিত আগমন কালীন পদচিহ্ন দেখিতেং যে পথ দিয়া আসিয়াছিলাম সেই পথ দিয়া এখন ফিরিয়া চলিলাম। স্বাভাবিক আলস্যের বশবর্ত্তি না হইয়া প্রদোষ বায়ু উঠিবার পূর্ব্বেই সত্বর গমনে শিবিরে ফিরিয়া আসা উচিত ছিল। কিন্তু ধীরেং চলাতে পথি মধ্যেই সন্ধ্যাজ্ঞাপক উষ্ণবায়ু বহিতে আরম্ভ হইল। শীতল বায়ু সংস্পর্শে ভয় না জন্মিয়া আমার হৃদয় প্রফুল্ল হইল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রবল হিল্লোল বহিলে দেখিলাম বালিতে আমার যে সকল চরণচিহ্ন অঙ্কিত ছিল, সুতরাং, যাহারা আমার পথ প্রদর্শক স্বরূপ হইয়া ছিল, এই বায়ু ধূলিপটল উড়াইয়া সেই সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করিল। তখন আমার ভয়ের ইয়ত্তা রহিল না। সেই সীমাহীন মরুক্ষেত্রের কোন্ দিকে, কোন্ পথে যাইব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। বারম্বার অদৃষ্টে ধীক্কার দিয়া উন্মত্তের ন্যায় চিৎকার করিতে লাগিলাম এবং উষ্ণীষ খণ্ডং করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলাম। না কোন জীবিত প্রাণির স্বর, না আমার চীৎকারের প্রতিধ্বনি কিছুই শুনিতে পাইলাম না। এইরূপ নিস্তব্ধতা অতিশয় ভয়াবহ হইল। অনেকক্ষণ আহার না করাতে ক্ষুধানল প্রদীপ্ত হইয়াছিল। একে পথ শ্রান্ত, তাহাতে ক্ষুধায়

প্রপীড়িত হওয়াতে অত্যন্ত কাতর হইলাম। পাগড়ির এক পাশে আফিং বাঁধা ছিল, মনে পড়াতে ভূমি হইতে পাগড়ি তুলিয়া লইলাম; কিন্তু হায়! আফিং কোথায়! পাগড়ি ফেলিয়া দিবার সময় পড়িয়া গিয়াছিল; কতই খুঁজিতে লাগিলাম কিন্তু পাইলাম না।

এই রূপে সকলদিকে নিরাশ হইয়া, কুগ্রহে যত বিপদ আনিতে পারে আসুক ভাবিয়া, ভূমিতে শুইয়া পড়িলাম। ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং গাত্রদাহে যে কি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা পাইলাম বলিবার নহে। অবশেষে মূর্চ্ছা আমার চেতনা হরণ করিল, মন বিহ্বল হইল। এই অবস্থায় কত কথাই কহিয়াছি, কত প্রকার বস্তুরই প্রতিকৃতি দেখিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না। কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলাম জানি না, কিন্তু মেক্কা নগর হইতে আগত এক দল যাত্রিদের কোলাহল শব্দে আমার চৈতন্য জন্মিয়া ছিল, তাহারা পূর্ব্বজ্ঞাত এক নির্ঝরের নিকট নির্ব্বিঘ্নে আসিতে পারিয়া ছিল বলিয়া এই আহ্লাদ ধ্বনি করিয়াছিল।

আমি যে স্থানে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই স্থান হইতে ঐ জলাশয় শত হস্তও দূর নহে, কিন্তু "হত ভাগা" মুরদের এমনি কপাল যে কল্পিত জল অন্বেষণে কত সময় নষ্ট ও কত কষ্ট করিলেক কিন্তু নিকটে প্রকৃত জলাশয় দেখিতে পাইল না। সে যাহা হউক যদিও অত্যন্ত দুর্ব্বল ও বিচেতনপ্রায় ছিলাম তথাপি আতু-

ভুলা আশয়ে যথা সাধ্য চীৎকার করিতে লাগিলাম, এবং যে স্থানে তাহারা গোলমাল করিতে ছিল, সেই স্থানে হামাগুড়ি দিয়া যাইতে লাগিলাম। যাত্রিরা অনেকক্ষণ বিলম্ব করিল; ক্রীতদাসেরা মসকের ভিতর জল পুরিতে লাগিল এবং উষ্ট্রে জল বোঝাই লইল। আমি হামাগুড়ি দিতে লাগিলাম কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও এক২ বার মনে করিতে লাগিলাম, আমার যেপ্রকার মন্দ অদৃষ্ট, তাহাতে যাত্রিরা কখনই আমার সাচিৎকাশব্দ শুনিতে পাইবে না। শেষে তাহাদিগকে উষ্ট্রে আরোহণ করিতে দেখিলাম, তখন কি করি নিরুপায় ভাবিয়া পাগড়ি খুলিয়া শূন্য দেশে উড়াইয়া দিলাম। আমার এই সঙ্কেত কার্যাকর হইল। তাহারা পাগড়ি দেখিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ আমার সাহায্যে আসিল। কথা কহিবার শক্তি ছিল না, এক ক্রীতদাস জল পান করিতে দিল; জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হইলে তাহাদিগকে আত্ম বৃত্তান্ত অবগত করিলাম।

আমি যৎকালে আত্ম পরিচয় দিতে ছিলাম, পর্য্যটকদের মধ্যে এক জন আমার কটিদেশে বদ্ধ তোড়াটি দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাম্বুতে এক বণিকের অঙ্গুরীয়ক হারাইয়া ছিল; অঙ্গুরিয়কটির সন্ধান কহিয়া দিলে ঐ ব্যক্তি আমাকে এক তোড়া টাকা দিয়াছিলেন; তোড়াটি দিবার সময় বলিয়াছিলেন "কখন আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে

পারে, অতএব অভিজ্ঞান স্বরূপ এই তোড়াটি থা-
কিল। উহাতে আমার নাম অঙ্কিত আছে, দেখিলেই
তোমাকে চিনিতে পারিব, তুমি উহা যত্ন করিয়া
রাখিও'। তোড়াটি আমার কোমরে ছিল; ঐ বণিকের
ভ্রাতা সেইটি দেখিতে পাইয়া ছিলেন। কিরূপে উহা
পাইয়াছিলাম তাঁহাকে নিবেদন করিলে পর, তিনি
আমাকে আপন আশ্রয়ে লইলেন। তিনিও একজন
বণিক, যাত্রিদের সহিত ওয়াগুকেরো নগরে যাইতে ছি-
লেন, আমাকে সঙ্গে লইতে চাহিলে আমি যাইতে
সম্মত হইলাম, এবং তদীয় সাধু ব্যবহারে বাধিত হইয়া
অঙ্গীকার করিলাম "আপনার ক্রীতদাসেরা যেরূপ কাজ
কর্ম্ম করিবেক, আমিও সেইরূপ আপনার সেবা করিব"।
এই রূপে যাত্রিদের সহিত যাইতে লাগিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যে বণিক এক্ষণে আমার প্রভু হইলেন, তিনি অতি দয়ালুভাবে আমার সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। আমার যত দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছিল, তাঁহাকে সমুদায় নিবেদন করিলে, এবার অবধি তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন কর্ম্ম করিব না এই অঙ্গীকৃতি করাইয়া লইলেন। বলিলেন মুরাদ। যদি তুমি এমনই দুর্ভাগা যে যাহা কর, তাহাই মন্দ হইয়া দাঁড়ায়; কোন বিষয়ে ঠিক বিবেচনা করিতে পার না; তবে তোমার অপেক্ষা শুভাদৃষ্ট অথবা বিবেচক কোন বন্ধুর পরামর্শের প্রতি তোমার নির্ভর করা উচিত। সে যাহা হউক, এই বণিকের নিকট অন্ন বস্ত্রের দিব্য সুখ ছিল; ইনি দয়াশীল ও ধনবান ছিলেন, সুতরাং ভৃত্যগণকে সুখে রাখিতেন। উষ্ট্রগণ যথা স্থানে বোঝাই লয় ও নামায়; নামাইবার তুলিবার কালে বস্তাগুলি গণা এবং অন্যের সহিত না মিশাইয়া যায় ইহার তদারক করা; এই তিন কার্য্যের ভার আমার প্রতি অর্পিত হইল। আলেকজন্দ্রিয়া নগরে পহুঁছিবার পূর্ব্বে বরাবর আমি সাবধানে ঐ কর্ম্ম গুলি করিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু পহুঁছিবার দিনে মনে করিলাম পূর্ব্ব দিনে ঠিক ত ছিল, তবে আর রোজ২ কি গণিব,

এই ভাবিয়া আলস্য করিয়া সে দিন গণিলাম না। কিন্তু কেরো নগরে গমনার্থ জাহাজে উঠিবার সময় তিনটা বস্তা কম দেখিতে পাইলাম। দৌড়িয়া প্রভুর নিকট নিবেদন করিলাম; তিনি আমার অমনোযোগিতা দোষে বিরক্ত হইলেন কিন্তু তিরস্কার করেন নাই। নগর মধ্যে ঢিণ্ডিম প্রচার করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি ঐ তিনটি বস্তার সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে। আলেকজন্দ্রিয়া নগরস্থ আমাদিগের সমযাত্রিক এক বণিকের ক্রীতদাস ঐ গুলি বাহির করিয়া দিল। নাবিকেরা ইতি পূর্ব্বে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছিল সুতরাং আমরা প্রভু ভৃত্যেতে কাপাসের বস্তাগুলি লইয়া নৌকায় চড়িয়া জাহাজ ধরিলাম। জাহাজে উঠিলে কাপ্তেন বলিলেন, জাহাজ এত বোঝাই হইয়াছে, যে আর একটি গাঁইটও লইতে পারি না। অনেক করিয়া ধরিলে শেষে ডেকে রাখিতে স্বীকার পাইলেন। আমিও প্রভুকে বলিলাম রাত্রিদিন সাবধান হইয়া চৌকি দিব।

জাহাজ সুবাতাস পাইয়া সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দিন মধ্যেই আমরা তীরস্থ ভূমি দেখিতে পাইলাম। কাপ্তেন কহিলেন পর দিন প্রাতেই আমরা তীরে উঠিতে পারিব। আমি যেমন ডেকে থাকি, তেমনি সে দিনও তথায় শুইয়া থাকিলাম এবং ধূমপান করিতে লাগিলাম। তাম্বুতে অভ্যাস করা পর্য্যন্ত আমি ও তামাক ছাড়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারিতাম না। সে

দিন অতিরিক্ত আফিং খাওয়াতে প্রথম রাত্রিতে হুঁস ছিল না, কিন্তু দুই প্রহর রাত্রিতে অকস্মাৎ ভয়ে আমার চৈতন্য হইল। দেখিলাম পাগড়িতে আগুন ধরিয়াছে, এবং তুলার গাঁইট গুলিও দাউ২ করিয়া পুড়িতেছে। তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ডেকে নিদ্রিত দুই জন নাবিককে জানাইলাম। দেখিতে২ অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া আরও দ্রব্য ভস্মসাৎ করিতে লাগিল। ভয়ে এবং গোলমালে বিপদের শান্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইল। কাপ্তেন ও আমার প্রভু বণিক সমধিক তৎপর হইয়া আগুন নিবাইতে লাগিলেন, সুতরাং অগ্নিতে তাঁহাদিগকে বড় ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। প্রভু ভয়ানকরূপে দগ্ধ হইয়াছিলেন।

আগুন নিবাইতে আমাকে কিছুই করিতে দিল না। কাপ্তেনের আজ্ঞায় নাবিকেরা আমাকে মাস্তুলে বাঁধিয়া রাখিল। অবশেষে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, পাছে আবার নূতন কোন বিপদ ঘটাই ভাবিয়া সকলেই এক বাক্যে আমার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে প্রার্থনা করিল। বাস্তবিকও যে বিপদ ঘটিয়াছিল আমার দুর্ভাগ্যই তৎপ্রতি কারণ ছিল। নিদ্রাকর্ষণ হইলে পার্শ্ববর্ত্তি তুলার গাঁইটের উপর হুঁকা রাখিয়াছিলাম, কলিকা হইতে কিরূপে আগুন পড়িয়া এই অগ্নিদাহ উপস্থিত করিয়াছিল। সে যাহা হউক জাহাজ শুদ্ধ তাবত লোক আমার উপর এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, যে কোন জল শূন্য উবর

দ্বীপ পাইলে তথায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইত। আমার দয়ালু প্রভুও এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে "হতভাগা" মুরদকে সঙ্গে রাখিতে আর তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

ঘাটে পহুঁছিলে আমার আহ্লাদের সীমা রহিল না। যেহেতু তখন আমার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। আমার প্রভু পঞ্চাশটি টাকার একটি তোড়া দিয়া আমাকে বিদায় দিলেন, বলিলেন "বিবেচনাপূর্ব্বক টাকা খরচ করিও, হয়ত পরে তোমার অদৃষ্ট ভাল হইতে পারে"। অদৃষ্ট যে পরে ভাল হইবে এ আশা ছিল না, তথাপি বুঝিয়া টাকা খরচ করিতে মনেং প্রতিজ্ঞা করিলাম।

কি রূপে এই পঞ্চাশটি টাকার সদ্ব্যয় করিব, ভাবিতেং গ্রাণ্ডকেরো নগরের পথে বেড়াইতে ছিলাম; এমন সময় এক জন আমার নাম ধরিয়া ডাকিল এবং তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি কি না, জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহার দিকে স্থিরনেত্রে দৃষ্টি করিলাম এবং এল্ আরিসে ছাউনি হইলে যে ইহুদির নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া ছিলাম, সেই এই ব্যক্তি, চিনিতে পারিলাম। আমার কুগ্রহ ব্যতীত আর কি সে তাহাকে গ্রাণ্ডকেরো নগরে আনিতে পারে? সে টাকা চাহিয়া বলিল এবার তোমায় ছাড়িব না, কোন ওজরও শুনিব না; তুরুক এবং ইংরেজ দুই সেনাদল হইতে তুমি দুইবার পলাইয়াছ, তুমি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছ; চাতুরি করিয়া আমার

টাকা দিবে সে ক্ষমতা নাই, আর সালাদিন তোমাকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিবেন অথবা তোমার ঋণ পরিশোধ দিবেন তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখি না।

ইহুদীর এইরূপ অপমান সূচক কথায় আমি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলাম। বলিলাম তুমি আমাকে দীন দরিদ্র ঠাহরিয়া এরূপ কথা বলিতেছ, আমার এমন যোত্র আছে যে তোমার ন্যায্য ঋণ শোধ দিতে পারি, কিন্তু তুমি অন্যায় সুদ চাহিলে দিব না। ইহুদী ব্যতীত আর কোন জাতীয় উত্তমর্ণ অত অধিক সুদ গ্রহণ করে না। আমার এই কথায় ইহুদী হাস্য করিয়া বলিল তুরস্ক জাতিরা টাকা না ভাল বাসিয়া, যে আকিং ভাল বাসে ইহা আমার দোষ নহে, তুমি পৃথিবীর মধ্যে যাহা উপাদেয় জ্ঞান কর, টাকা সরবরাহ করিয়া আমি তোমাকে সে বস্তু দিয়াছি, এক্ষণে আমার ভালবাসা দ্রব্যে আমাকে বঞ্চিত করা তোমার উচিত হয় না।

মহাশয়গণ! ইহুদীর সহিত যত কথা হইয়াছিল, সমুদায় বলিয়া আপনাদের ক্লান্তি জন্মাইব না। অবশেষে টাকা পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে ইহাই নিষ্পত্তি হইল। কিন্তু অনুগ্রহ স্বরূপ সে অতি অল্প মূল্যে এক সিন্দুক পুরাতন বস্ত্র দিতে স্বীকার পাইল, বলিল ভাই! যে সকল বণিকেরা দাসদাসী লইয়া ব্যবসায় করে, তাহারা উহাদিগের পরিধেয় বস্ত্রাদি এই সময় ক্রয় করে জানিয়া এই বস্ত্র গুলি কেরো নগরে আনিয়াছিলাম, কি

আমি আপন নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমেই এইরূপ প্রতারিত হইলাম। যথাকালে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে তাঁহার ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিতাম। ঈহুদী এক গ্লাস ব্রাণ্ডি-মদ পান করিয়া ও সিরকায় সিক্ত স্পঞ্জে নাশারন্ধ্র বন্ধ করিয়া সিন্ধুক খুলিয়া ছিল; ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে, কাপড়ে মৃগনাভি আছে, মৃগনাভির গন্ধে মাথা ধরে এই বলিয়া ফাঁকি দিয়াছিল। কিঞ্চিৎ অনুধাবনা করিলেই এই চাতুরি বুঝিতে পারা যাইত।

মহামারির কারণ হইলাম এবং হয়তঃ নিজেই রোগা-ক্রান্ত হইব, এই ভয়ে আমার শরীরে লোমাঞ্চ হইতে লাগিল। ক্রমে অঙ্গ হিম ও বিবশ হইয়া আসিল, সিন্ধু-কের ডালার উপর মূর্চ্ছা যাইলাম। কথিত আছে, ভয় হইলে সহজেই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। সে যাহাহউক, সেই দিন রাত্রিতে আমার জ্বর হইল, অজ্ঞান ও বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। মধ্যেং চৈতন্য হইলেই দুরদৃষ্ট প্রযুক্ত যে সকল দুঃখ পাই-লাম, স্মরণ হইয়া অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতাম। পর-দিন অঘোর ও অচৈতন্য অবস্থা দূর হইলে, দেখিলাম পান্থশালা হইতে এক পর্ণ কুটিরে নীত হইয়াছি; একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঘরের কোণে বসিয়া তামাক খাইতেছে। তাহার মুখে অবগত হইলাম যে বিচারকর্ত্তার নিকট নগরবাসিরা আবেদন করিলে পর তাঁহার অনুমতিক্রমে আমাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে,—

অনিষ্টের মূল সেই কাপড়ের সিন্ধুকটা পোড়াইয়া ফেলি- য়াছে, আর যে পান্থ নিবাসে আমি বাসা লইয়াছিলাম তাহা ভূমিসাৎ করিয়াছে। নগরের এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়া বৃদ্ধা বলিল, আমি না থাকিলে তুমি এতক্ষণে পরলোকে যাইতে; আমি মহম্মদের নামে শপথ করিয়া ব্রত লইয়াছি যে সৎকর্ম্ম করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। সমুদায় পৃথিবীসুদ্ধ লোক তোমাকে দূর করিয়া দিলে, আমিই তোমাকে আশ্রয় দিয়া ছিলাম। এই, এখানে তোমার টাকা আছে; যে কষ্টে দুষ্ট লোকদের বিশেষতঃ পুলিশের পেয়াদাদের হাত হইতে তোমার টাকা বাঁচাইয়াছি, তাহা আর কি বলিব! তোমার রোগের কারণ যত খরচ করিয়াছি, তাহার একটি পয়সা পর্য্যন্তও হিসাব রাখিয়াছি। এক্ষণে তুমি কিঞ্চিৎ আ- রোগ্য লাভ করিয়াছ অতএব কি কারণে আমি এই ব্রত লইয়াছি বলি শুন।

এই পরোপকারিণী প্রাচীনা কথা কহিতে বড় ভাল বাসেন বুঝিয়া, গল্প শুনিবার ইচ্ছাজ্ঞাপক মস্তক অব- নতি করিলাম; তিনিও স্বকীয় ব্রতের কথা বলিতে লাগিলেন। আমি সম্পূর্ণ মনোযোগিতার সহিত তাহার কথা শুনি নাই। তুরস্ক জাতির স্বভাবসিদ্ধ কৌতুহল- বৃত্তি ও তখন আমার চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল, অতএব সে উপাখ্যানটি বলিতে পারিলাম না; আমার নিজের বৃত্তান্তই শেষ করিতেছি।

অনেক দিন বাড়ি যাই নাই, স্ত্রী, পুত্র, পরিজনদিগকে দেখিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি, অতি সত্বর কনষ্টান্টিনোপোল নগরে প্রত্যাগমন করিব, অতএব তুমি এই গুলি বিক্রয় করিয়া লাভ কর; আমার সওয়ালায় তোমার মত বন্ধুর লাভ হইবে ইহা আহ্লাদেরই বিষয়।

রাঘবের এইরূপ স্বার্থপরতাশূন্য ও প্রণয়গর্ভ বচন আমার অপ্রত্যয় করা উচিত ছিল, কিন্তু বিবেচনা করিবার সময় রহিল না। সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহার বাসায় লইয়া গেল এবং সিন্দুকের চাবি খুলিয়া, কাপড় দেখাইল। বস্ত্রগুলি অতি সুন্দর, বড় পুরাতন হয় নাই, দেখিয়াই ক্রয় করিতে সম্মত হইলাম। মূল্য স্থির হইলে মুটে দিয়া আমার বাসায় সিন্দুকটি পাঠাইয়া দিল।

পরদিন বাজারে যাইয়া বস্ত্র দেখাইলে অনেক ক্রেতা আসিয়া উপস্থিত হইল; এক দিনেই সমুদায় বিক্রয় হইয়া গেল এবং আমার বিলক্ষণ লাভ হইল। অধিক লাভ পাইয়া রাঘব অনায়াসেই এত টাকা ছাড়িয়া দিল ইহাতে চমৎকৃত হইলাম।

কাপড় গুলি বিক্রয় করিবার পূর্ব্বে আমার নিজের ব্যবহারের জন্য একটি ভাল অঙ্গরাখা রাখিয়াছিলাম। একদিন সেইটি গায়ে দিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময় একজন বিষণ্ণ বদনে আসিয়া বলিল "আমার দুটি দাসীর নিমিত্ত তোমার নিকট হইতে দুই যোড়া

কাপড় কিনিয়াছিলাম, কিন্তু সে কাপড় পরিয়া তাহাদের ব্যামোহ হইয়াছে"। বস্ত্র পরিধান পীড়ার কারণ হইবে ইহা আমার বিশ্বাস হইল না, কিন্তু বাজার দিয়া যাইবার কালীন একেবারে জন দশবার বণিক ঐকথা বলিয়া আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল, আর কোথা হইতে কাপড় আনিয়াছি এবং নিজে ব্যবহার করিয়াছি কি না ইহা জিজ্ঞাসা করিল। নিজেই উহার একটি জামা গায়ে দিয়াছি দেখিয়া কিয়ৎ পরিমাণে তাহাদের ক্রোধ শান্তি হইল—এই মনে করিল যে আমি নিজেই যখন ঐ বস্ত্র ব্যবহার করিয়া বিপদের অংশ লইয়াছি, তখন ভাল জানিয়াই বিক্রয় করিয়া থাকিব, অতএব আমার কোন দোষ নাই। সে যাহাহউক পরদিন যখন শুনিলাম যাহারা ঐ কাপড পরিয়াছে সকলেরই বাহুমূলে মহামারিস্ফোটক নির্গত হইয়াছে, তখন আমার ভয়ের সীমা রহিল না। সিন্ধুকের ডালার উপর ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করাতে 'স্মির-না' কথাটি অঙ্কিত আছে দেখিতে পাইলাম। ঈহুদী অক্ষর গুলি অপনীত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, সে জন্য হঠাৎ দেখিলেই মালুম হইত না। ইতি পূর্ব্বে স্মীরনা নগরে ভয়ানক মহামারি হইয়া গিয়াছিল; অতএব সে যে স্মীরনা হইতে ঐ রোগে মৃত ব্যক্তিদের বস্ত্র আনিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ রহিল না। প্রকাশ হইলে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে এই ভয়েই সে নিজে লাভ না করিয়া অল্প মূল্যে আমাকে বিক্রয় করিয়াছিল।

অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে কোনং চিকিৎসক আশঙ্কা করিয়াছিলেন, যে এতাদৃশ দারুণ গ্রীষ্ম রোগীদের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারক হইবে। কিন্তু ইহাতে রোগীদের সম্যক উপকারই দেখিল। আমি আরোগ্যলাভ করিলাম। রোগে অনেক ব্যয় হইয়া গেল, অবশিষ্ট যাহা ছিল; এই মহোপকারিণী প্রাচীনাকে আবার তাহার অর্দ্ধেক দান করিলাম, আর তাহাকে নগরের অবস্থা জানিতে পাঠাইলাম।

নগর হইতে প্রত্যাগত হইলে তৎপ্রমুখাৎ অবগত হইলাম, মড়কে অনেক লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমশঃ অনেক সাম্য হইতেছে, তাবৎ লোকেই "হতভাগা" ভুরদের নাম করিয়া অভিশাপ দিতেছে। পুনঃ২ বিপদে পড়িলে পাগলেরও জ্ঞান জন্মে। রোগ হইতে মুক্ত হইয়া পুরাতন শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্রগুলি দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম। নাম করিলেই নগরবাসিরা উৎপীড়ন করিবে জানিয়া, প্রকৃত নামটি গোপন করিলাম, এবং অন্যান্য রোগীদের সহিত মিলিত হইয়া নিরূপিত ৪০ (২) চল্লিশ বাসর অতিবাহন করিতে চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করিলাম, তথায় প্রত্যহ আমার সকলের

(২) সংক্রামক রোগ হইতে মুক্ত হইলে, পীড়িত ব্যক্তিরা পাছে অন্যত্র ঐ রোগ বিস্তার করে, এই আশঙ্কায় তাহাদের চল্লিশ দিন এক চিকিৎসালয়ে থাকিতে হয়।

সঙ্গে পীড়িত ব্যক্তিদের কল্যানহেতু একত্রে নমাজ পড়িতাম।

যখন দেখিলাম আর রোগ বিস্তার করিবার সম্ভাবনা নাই তখন বাটী আসিতে উৎসুক হইলাম. ভাবিলাম কৈরো নগর ত্যাগ করিতে পারিলেই নিস্তার পাই; পরন্তু তখন এই মনে হইতে লাগিল যে মন্ত্রপূত চিনের "তৈজসটি" অবহেলা করিয়া সঙ্গে না আনাতেই আমার এই সমস্ত আপদ ঘটিতেছে। এই সংস্কারটি মনোমধ্যে এমন দৃঢ় হইয়াছিল, যে একদিন রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখিলাম, এক দেবযোনী আসিয়া তিরস্কার সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমাকে যে তেস্ দিয়াছিলাম সেটি কোথায় রাখিয়াছ। বাটী রওনা হইলাম, পথিমধ্যে যে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। যাহা হউক, স্বপ্নটি আমার, অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল; কন্‌স্তান্তিনোপেল পহুঁছিয়াই ভ্রাতার নিকট হইতে তৈজস খানি আনিতে যাইলাম।

পূর্ব্বে আমরা যে বাড়িতে বাস করিতাম, সালাদ্দিন সে বাটিতে নাই দেখিয়া কতই অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে লাগিলাম. ভাবিলাম, হয়তঃ এমন মহাশয় ভ্রাতার কাল হইয়াছে। একজন মুটে যাইতেছিল, তাহাকে সালাদিনের কথা জিজ্ঞাসা করাতে, সে বিস্মিত হইয়া কহিল "শ্রীযুক্ত সালাদিনের বাটী চিনে না, এ নগরে এমন কে আছে? এস, আমার সঙ্গে এস, বাড়ী দেখাইয়া দি"।

এক মনোহর সৌধদ্বারে উপস্থিত হইলে মুটে, 'সালাদিনের এই বাড়ি' বলিয়া চলিয়া গেল। হয়ত্বঃ সে বিদ্রূপ করিল, অথবা ভুলিয়া কোন ওমরার বাড়িতে আনিল মনে করিয়া তাদৃশ সুন্দর প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হইলাম। দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া কি কর্ত্তব্য ভাবিতেছি; এমন সময় কপাট মুক্ত হইল এবং সালাদিনের স্বর কর্ণগোচর হইল। ক্ষণ পরেই সালাদিনের সহিত চারিচক্ষু একত্রিত হইল, দেখিবামাত্র তিনি সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলেও তাঁহার চরিত্র-গত কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় তেমনি সদয় ও স্নেহরস-পূর্ণ ছিলেন। এতাদৃশ সুহৃদ্ জনের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হওয়াতে আমার অতিশয় আহ্লাদ জন্মিল; বলিলাম, "ভ্রাতঃ সালাদিন! এখনত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছ, অতএব জিজ্ঞাসা করি, কেহবা আজন্ম দুর্ভাগ্যের উৎপীড়ন সহ্য করিতে জন্ম গ্রহণ করে, কেহ বা চিরদিন সৌভাগ্য বলে শ্রী সম্পন্ন হয়, এ বিষয়ে তোমার কি আজিও সংশয় অপগত হয় নাই? এ কথা লইয়া কত বারই তুমি আমার সহিত বাদানুবাদ করিয়াছ।" আমার এই কথা শুনিতে সালা-দিন হাস্য করিয়া কহিলেন, ভাই, প্রকাশ্য পথে এ কথার আন্দোলনে কাজ নাই; এস, বাড়িতে এস, আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিলে পর, সাবকাশমতে

ইহার মিমাংসা করা যাইবে। আমি বলিলাম, সালাদিন! তোমার সৌজন্যে ও দয়ায় আমি চিরদিন বাধিত আছি, কিন্তু "হতভাগা" মুরাদ আর তোমার বাটীতে প্রবেশ করিবে না; তাহার এমনি মন্দ কপাল, যে হয়তঃ তোমার শুদ্ধ বিপদ ঘটাইবে; আমি সুদ্ধমাত্র সেই ভেল্‌খানি লইতে আসিয়াছি। সালাদিন উত্তর করিলেন, সেখানি যেমন রাখিয়া গিয়াছ, তদবস্থাতেই আছে, কিন্তু বাড়ি না আসিলে দিব না; অদৃষ্ট লইয়া তোমার যেমন অলীক ভয়, আমার তেমন নাই।

সালাদিন এই রূপ জিদ্ করাতে সুতরাং বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম। তন্মধ্যে মনোহর গৃহসজ্জা, রুচির চিত্র এবং রাজভোগোপযুক্ত দ্রব্যাদি সন্দর্শনে চমৎকৃত হইলাম। ভ্রাতা বিপুল সম্পত্তির অধিকারি হইয়া আপন বুদ্ধিমত্তা বা অদৃষ্টের গৌরব করিলেন না। যাহাতে আমার মনোদুঃখ দুর হয় সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমার যত বিভ্রাট ঘটিয়াছিল একে২ তৎ সমুদায় শুনিয়া দয়ার্দ্র চিত্ত হইলেন, এবং নিজের ইতিবৃত্ত বলিয়া বাধিত করিলেন। তাঁহার কথাপ্রমাণ বোধ হইল, নিয়মিত রূপে বিষয় কর্ম্ম করিয়া এবং সুবিবেচনা বলে তিনি প্রভুত ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন। অদৃষ্ট স্বীকার বিষয়ে আর তাঁহার সহিত বিতর্ক করিলাম না, বলিলাম—ভাই, তোমার যা মত তাই থাকুক, আমিও, আমার মত লইয়া

থাকি ; তুমি শুভাদৃষ্ট সালাদিন, আমি "হতভাগা" মুরদ এবং চির দিন আমরা এই রূপই থাকিব।

চারিদিন মাত্র তাঁহার ভবনে অবস্থিতি করিয়াছি, এমন সময় এক ঘটনা উপস্থিত হইল, যদ্দারা আমি যে বাস্তবিক হতভাগা, ইহার নিশ্চয় প্রমাণ পাইলাম।

পূর্ব্বে সুলতানের যে প্রিয়তমা রমণী প্রথমে সালাদিনের তৈজস ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে বিগত যৌবনা হইলেও, যুবতীজন কমনীয় দ্রব্যাদিতে রুচি-ভ্রষ্ট হন নাই। প্রায় এক বৎসর গত হইল তিনি সালাদিনকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যত উৎকৃষ্ট হইতে পারে এমন এক খানি দর্পণ, ভিনিস নগরের কারুদিগের করবাক্ত দিয়া, তাঁহাকে আনিয়া দিতে হইবে। পুনঃ২ নিরাশা হইলে এবং অনেক বিলম্বের পর, সেই দিন দর্পণ খানি সালাদিনের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুলতান-মহিলাকে সংবাদ পাঠাইলে তিনি বলিয়া পাঠাই-লেন, অদ্য সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কালি প্রাতে তোমার বাটীতে আমার লোক যাইবে। আমার শয়নগৃহের সম্মুখে সিঁড়ির ঘরে দর্পণ খানি সে রাত্রি রহিল, আর ভ্রাতা আপন বৈঠকখানার নিমিত্ত কতক গুলিন ঝাড় লণ্ঠন আনিয়াছিলেন, সেগুলিও ঐ সঙ্গে তথায় রাখিয়া দিলেন।

ইতি পূর্ব্বে পল্লিমধ্যে দুই তিন বার চুরি হইয়াছিল, সালাদিনের নিকট সে দিন কিছু অধিক টাকা থাকাতে,

তিনি লোকজনদিগকে সাবধানে থাকিতে কহিলেন। আমিও সজাগ থাকিতে স্থির করিলাম এবং একটু সাড়া পাইলেই নিদ্রা ভঙ্গ হইবে বলিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া রাখিলাম। রাত্রি দুই প্রহর সময়ে সিঁড়ির ঘরে হঠাৎ শব্দ হওয়াতে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, অমনি হস্তে খড়্গ লইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম সিঁড়ির ঘরে এক ব্যক্তি হাতে খড়্গ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; সে ঘরে যাইয়া, কে দাঁড়াইয়া আছে জিজ্ঞাসা করিলাম। কোন উত্তর পাইলাম না বটে, কিন্তু দেখিলাম সে আমাকে লক্ষ্য করিতেছে, তখনি তাহার প্রতি তরবাল আঘাত করিলাম কিন্তু হায়! তৎক্ষণাৎ দর্পণখানি চূর্ণ হইয়া পদতলে পড়িল এবং কৃষ্ণবর্ণের কোন বস্তু স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিল। যেমন তাহার অনুসরণে পদ চালনা করিব, অমনি ঝাড় দেওয়ালগিরির ঝোড়ার উপর পড়িয়া সিঁড়িতে গড়াইতেং নীচে পড়িয়া গেলাম। শব্দ পাইয়া সালাদিন বাহিরে আসিলেন, আসিয়া দেখেন দর্পণখানি চূর্ণ হইয়াছে, ঝাড় লণ্ঠনগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে, এবং গড়াইতেং আমি সিঁড়ির নীচে পড়িয়া আছি। এই সকল দেখিয়া "ভাই, তুমি বাস্তবিকই হতভাগা!" এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না।

মুহূর্ত্তমধ্যেই বিরাগভাব সম্বরণ করিলেন কিন্তু যে অবস্থায় পড়িয়াছিলাম তাহাতে একটু হাস্য করিলেন। অনন্তর নীচে নামিয়া এরূপ সদয়ভাবে আমার হাত

ধরিয়া তুলিলেন, যে তাহার সৌজন্য হেতু নিতান্ত অপ্রস্তিত ও মহত্ত্ব গুণে অধিক অনুতাপিত হইলাম। বলিলেন—ভ্রাতঃ, যদি প্রথমে কিছু রাগ প্রকাশ করিয়া থাকি ত আমাকে ক্ষমা কর; তুমি ক্ষতি করিবে বলিয়া কিছু আড়ি করিয়া একর্ম্ম কর নাই তা জানি, কিন্তু কিসে এ সকল ঘটিল শুনিতে ইচ্ছা করি।

সালাদিন যখন এই কথা কহিতে ছিলেন, তখন পুনরায় সিঁড়ির ঘরে শব্দ শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখাতে, দেখিতে পাইলাম, একটি কৃষ্ণবর্ণের কপোত ঘরে উড়িতেছে, হায়! উটি যে কতদূর পর্যান্ত ক্ষতি করিয়াছে তাহা কিছুই জানে না, অতএব স্বচ্ছন্দমনে উড়িয়া বেড়াইতেছে! পোষ মানিলে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ লইয়া খেলা করিবে, এই মানসে আমিই পূর্ব্বদিনে উটিকে আনিয়াছিলাম—কে জানে, যে এত বিভ্রাট ঘটাইবে।

বহু দিবস বাঞ্ছিত দর্পণ খানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে শুনিয়া সুলতান-মহিলা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন, এই আশঙ্কা সালাদিন যদিও আমার নিকট হইতে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিলেন, তথাপি মনেং অতিশয় ভাবনাযুক্ত হইলেন। আমি ভাবিলাম তাঁহার ভবনে থাকিলে ক্রমেং সর্ব্বনাশ ঘটাইব, অতএব তখনি বাড়ি হইতে প্রস্থান করিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। তাঁহা কতই প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই শুনিলাম না। অবশেষে বলিলেন যদি একান্তই

থাকে, তবে আমার এক দোকানে বিক্রেতার পদ শূন্য আছে, সে কর্ম্মটি লইয়া দোকান-বাড়িতে অবস্থিতি কর। কর্ম্মকাজ না জানা হেতু যদি কোন ভুল হয়, তাহাতে আমার বিশেষ ক্ষতি বোধ হইবে না। আর, কোন কর্ম্মদক্ষ লোককে তোমার সহকারি নিযুক্ত করিয়া দিব।

এমন সময় এতাদৃশ দয়ার কার্য্যে আমার অন্তঃকরণে যার পর নাই আহ্লাদ জন্মিল। একজন ভৃত্য এই দোকানে আমাকে রাখিয়া গেল; এবং সালাদিনের অনুমতিক্রমে চিনের তৈজসটি আনিয়া দিয়া বলিল, দুইটি তৈজসে যে লাল গুঁড়া ছিল সেই গুলিই সালাদিনের ঐশ্বর্য্যের মূল," অতএব তিনি যে আপন ভ্রাতার সহিত সেই বিভব ভোগ করেন, ইহা ন্যায় ও বিচারসঙ্গত।

এখানে আসিয়া সুখ ও স্বচ্ছন্দে থাকিবার কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু ভগ্নদর্পণ খানি ভ্রাতার ঘোর বিপদের কারণ হইবে এই দুর্ভাবনা উদয় হওয়াতে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ রহিলাম, সুলতানপ্রেয়সী যে কোপন স্বভাব তাহা আমি বিলক্ষণ জানিতাম অতএব অনেক দিনের অভিলাষ সামগ্রীতে বঞ্চিত হওয়াতে তিনি যে রাগে ভ্রাতার কোন অমঙ্গল করিবেন না, ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক সালাদিন অদ্য প্রাতে বলিয়া পাঠাইলেন, [illegible] সুলতানবল্লভা সাতিশয় অসুস্থা [illegible],

তথাপি তাঁহার অসন্তোষ দূর করা আমার সাধ্য আছে। আমি কহিলাম, আমার সাধ্য আছে! তবে আমি সুখি বটে, সালাদিনকে বল যে আমা হইতে যেরূপে তাহার উপকার হয় এবং আমার কৃত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন তাহা আমার অদেয় ও অকৃত হইবেনা। ভ্রাতা যে ভৃত্যকে পাঠাইয়াছিলেন সে আমায় যে কি করিতে হইবে বলিতে কুণ্ঠিত হইল, বলিল আপনি দেন কি না, এইজন্য চাহিতে প্রভুর ভয় হইতেছে। আমি নির্ব্বন্ধ সহকারে তাহাকে মনের কথা কহিতে আদেশ করিলে, সে বলিল "প্রভুর নিকট হইতে পূর্ব্বে যেমন তৈজস লইয়াছিলেন সেইরূপ আর একটি পাইলে সুলতানা সন্তুষ্টা হইবেন।" আর অস্বীকার করা হয় না, অবশ্য কর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার এক্ষণে অলিক মন্ত্রের ভয় দূর করিল। ভ্রাতাকে বলিয়া পাঠাইলাম আমি স্বয়ং তৈজসটি তাঁহার নিকট লইয়া যাইব।

আলমারি হইতে নামাইয়া নিজে ইহাকে পরিস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ধূলায় নিতান্ত মলিন থাকাতে ধৌত করিবার নিমিত্ত খানিক উষ্ণ জল ঢালিয়া দিলাম আর অমনি তৎক্ষণাৎ চারি খণ্ড হইয়া ইহা ভাঙ্গিয়া গেল। মহাশয়েরা! এই দেখুন, সেই ভগ্ন তৈজসটি পড়িয়া রহিয়াছে।

আমার দুঃখ ঘট সংপূর্ণ হইয়াছে। আমি কেছুর-

দৃষ্টের আক্ষেপ করি ইহাতে আর এখন আপনাদের আশ্চর্য্য বোধ হইবে না। আমি বাস্তবিকই "হতভাগা"। এই পর্য্যন্ত সংসারে আমার সুখের আশা ঘুচিল। হায়! কেন আমি জন্ম লইয়া ছিলাম, জন্মিয়াই বা কেন এতদিন বাঁচিয়া আছি! আমি যে কর্ম্মে হাত দিই কিছুই সিদ্ধ হয় না। মহাশয়গণ "হতভাগা মুরদ" আমার নাম এবং দুরদৃষ্ট আপন প্রিয় পাত্র ভাবিয়া সর্ব্বদাই আমার অনুচর আছে।"

তৃতীয় অধ্যায়।

উল্লিখিত মতে মুরদ পুনরায় বিলাপ করিতে ছিলেন ইতিমধ্যে সালাদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুরদ বাসন খানি হাতে লইয়া আসিবেন এই আশায় তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পরিশেষে হয়তঃ তাঁহার আবার কোন বিপদ ঘটিল এই ভাবিয়া দেখিতে আসিলেন। তৈজস খানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন পরে বণিক দ্বয়কে নমস্কার করিয়া স্বাভাবিক ধৈর্য্য, শীলতা, ও নম্রতা সহকারে মুরদকে সান্ত্বনা

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কাঁচ খণ্ড গুলি একত্র করিয়া বলিলেন ভাই মুরদ! ভাবনা কি, যুড়িয়া ইহাকে অবিকল পূর্ব্বরূপ করিতে পারিব।

সালাদিনের এই বাক্যে মুরদের বিষাদ দূর হইল, কহিল ভ্রাতঃ তোমার শুভাদৃষ্টই আমার দুর্ভাগ্য জনিত সমুদায় ক্লেশ হরণ করিয়া থাকে। পরে সুলতান ও মন্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, মহাশয়গণ, পাঁচ মিনিট কাল হয় নাই এই শুভাদৃষ্ট ব্যক্তি এখানে আসিয়াছেন ইহার মধ্যেই কি সুখের পরিবর্ত্তন হইয়াছে! ইঁহাকে দেখিলেই আহ্লাদ জন্মে। আমার দুঃখের কথা শুনিয়া আপনারা অপ্রসন্ন ছিলেন, এক্ষণে ইঁহার আগমনে আপনাদের মুখশ্রী প্রফুল্ল দেখিতেছি। ভ্রাতঃ! আমার উপাখ্যান শ্রবণে এই ভদ্র বণিকদ্বয় বৃথা কালাতিপাত করিয়াছেন অতএব তোমার বিবরণ বলিয়া ইঁহাদিগকে তুষ্ট কর।

মুরদের প্রস্তাবে সালাদিন সম্মতি প্রদান করিবার পূর্ব্বে কহিলেন, যদি ইঁহারা এ অধীনের বাড়িতে গিয়া আহার করেন তবে ইঁহাদিগকে আমার বৃত্তান্ত নিবেদন করিব। বণিক বেশধারি সচিব মহাশয় প্রথমে পূর্ব্বের ন্যায় আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে সুলতানের কৌতুহল প্রবল হইলে তাঁহারা সালাদিনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ভোজপানাদি সমাপন হইলে সালাদিন নিজ উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"সকলেই আমাকে সুলক্ষণযুক্ত বলিত, কিন্তু আমিত বাল্যকালে আমার অদৃষ্টের কোন শুভ লক্ষণ দেখিতে পাই নাই। আমার ধাত্রী অনুক্ষণই আমার শুভাদৃষ্টের প্রশংসা করিত এবং বলিত আমি যে কর্ম্মে হস্তার্পণ করিব তাহাতেই কৃতকার্য্য হইব। এই রূপে সকলের কথায় আমারও শুভাদৃষ্ট বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল এবং পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের সময় পণ্যাগত হইলাম। উচিতমত শিক্ষা না পাইলে হয়তঃ আমার শুভাদৃষ্ট চির দিন আমাকে দুঃখের দশায় নিক্ষেপ করিত।

এই সময়ে নগরে একজন ফরাসিস্ ছিলেন; কুসংস্কারাবিষ্ট নগর বাসীদের আশ্চর্য্য বোধ হইলেও সম্রাট ঐ ফরাসিসকে অনুগ্রহ করিতেন। সুলতানের জন্মতিথি উপলক্ষে ঐ ব্যক্তি বাজি ছুড়িতে ছিলেন নিন্দুকগণ চারিদিক হইতে তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। আমিও সেই সঙ্গে ছিলাম, অতিশয় ভিড় হওয়াতে ক্রমেং তাঁহার সন্নিকট হইলাম। তিনি আমাদের আপন কল্যানার্থই অন্তরে যাইতে কহিলেন কিন্তু শুভাদৃষ্ট বশতঃ আমার কোন বিপদ ঘটিবে না এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকাতে আমি তাঁহার হিতবাক্য অগ্রাহ্য করিলাম। বাজি পুড়িতে আরম্ভ হইলে বারুদ লাগিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইল এবং অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যাইলাম।

এই ঘটনাটি আমার জীবনের দাকিশেষ উপকারক

বলিতে হইবে। যেহেতু এতখানা আমার শুভাদৃষ্ট সম্পর্কীয় অহঙ্কার দূর হইল। যতদিন শয্যাগত ছিলাম এই দয়ালু ফরাসিস্ আমাকে দেখিতে আসিতেন এবং আমার সহিত নানা বিষয়ের কথা বার্ত্তা কহিতেন। এই রূপ সমালাপে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি হইল এবং অদৃষ্ট বিষয়ে অনেক সংস্কার দূর করিল। শুভাদৃষ্টে আমার বিশ্বাস শুনিয়া তিনি বলিলেন "সালাদিন! লোকে তোমাকে সুলক্ষণাক্রান্ত বলে এবং তোমার শুভাদৃষ্টের কত প্রশংসা করে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, বিবেচনা দোষে যৌবনদশাতেই তোমার শুভাদৃষ্ট তোমাকে মৃত্যু শয্যায় শয়ন করাইতে প্রস্তুত ছিল; আমার উপদেশ শুন, অতঃপর সুলক্ষণ অপেক্ষা সুবিবেচনার প্রতি নির্ভর করিও। লোকে তোমাকে শুভাদৃষ্ট-সালাদিন বলুক কিন্তু তুমি নিজে আপনাকে সুবিবেচক বলিও এবং সুবিবেচক হইতে চেষ্টা করিও।

এই কথাগুলি পাষাণ রেখাবৎ আমার অন্তরে খোদিত আছে এবং সেই সময় হইতে আমার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অদৃষ্ট লইয়া আমাদের দুই সহোদরের সময়ে সময়ে যে বাদানুবাদ হইত; মুরদ আপনাদিগকে সমুদায় বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু পুনঃ পুনঃ বিতর্ক হইলেও আমরা কেহ কাহাকে স্ব-মত পরিত্যাগ করাইতে পারিলাম না। আপনাপন মত লইয়া দুই জনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি

এবং ঐ ঐ মতানুসারেই আমার উন্নতি হইয়াছে ও ভ্রাতার দুঃখ ঘটিয়াছে।

যুবকের মুখে শুনিয়া থাকিবেন, পিতৃদত্ত ছুরি তৈজসে লাল গুঁড়া পাইয়া, প্রথমে কি রূপে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়াছিলাম। যথার্থ বটে, আমি ঘটনাক্রমে লাল গুড়া গুলি দেখিতে পাইয়াছিলাম কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক পরিশ্রম সহকারে রং প্রস্তুত না করিলে, ইহা অদ্যাপিও অকর্ম্মণ্য হইয়া তৈজসের ভিতর পড়িয়া থাকিত। আমি স্বীকার করি বটে, যে মনুষ্য ভাবি ঘটনার কিয়দংশ অনুভব করিতে পারে তথাপি আপন ক্ষমতা নিয়োগের প্রতিই উত্তরকালের শুভাশুভ নির্ভর করে। কিন্তু মহাশয়গণ ! আমার এ সকল অভিপ্রায় না শুনিয়া উপাখ্যান শুনিতে আপনারা সমধিক ব্যগ্র আছেন ; কিন্তু বড় দুঃখিত হইতেছি যে আমার এমন কোন আশ্চর্য্য ঘটনা হয় নাই যে বলিয়া আপনাদের বিস্ময় উদ্রেক করি। জনশূন্য মরুভূমিতে কখন বিভ্রান্ত হই নাই, মহামারি রোগেও আক্রান্ত হই নাই এবং সমুদ্রমধ্যে দগ্ধপোত হইয়া জীবনের সঙ্কটেও পড়ি নাই ; আজন্মকাল এই কন্‌স্তান্‌তিনোপোল নগরে অবস্থান করিয়াছি এবং প্রথমাবধি নির্ব্বিঘ্নে প্রশান্তমনে কর্ম্ম কাজ করিয়া আসিতেছি।

"তৈজস" খানি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইলাম, তদ্বারা অধিক সওয়াদার কারবার করিতে লাগিলাম। ন্যায়পথে চলিয়া গ্রাহকগণকে তুষ্ট করাই আমার

এক মাত্র কৌশল রহিল এবং ইহাতে আশাতিরিক্ত ফল পাইলাম। কএক বৎসরের মধ্যেই কিছু সঙ্গতি করিতে সক্ষম হইলাম।

সামান্য দোকানদারের ক্রয় বিক্রয়ের কথা বলিয়া আপনাদের বিরক্ত করিব না। যে ঘটনাদ্বারা আমার অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইল এক্ষণে তাহারই বিবরণ বলি।

এক দিন সম্রাটের অন্তঃপুরের সন্নিধানে ভয়ানক আগুন লাগিল। আপনারা বিদেশী, সুতরাং এই অগ্নিকাণ্ডের কোন বৃত্তান্ত জানেন না; মনোহর রাজবাটী পুড়িয়া ছারখার হইল। প্রতিবাসীরা কত জনে কত জল্পনা করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন শুক্রবার দিবসে সুলতান মস্‌জিদে যাইতে অবহেলা করিয়াছি-লেন, সেই পাপেই এই আগুন লাগিয়াছে, কেহ কেহ তৎকালীন যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন মহম্ম-দের ইচ্ছা নয় কন্‌স্তান্তিনোপোলাধিপতি উপস্থিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন অতএব তাঁহার অসন্তোষ জ্ঞাপক এই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া রাজভবন দগ্ধ করিয়াছে; আর অপেক্ষাকৃত জড়বুদ্ধি পুরূপায়িগণ কোন কারণ না দেখিতে পাইয়া স্থির করিল খোদার ইচ্ছা, রাজার বাড়ি পুড়িয়া যায়, সেই জন্যে আগুন লাগিয়াছে। এই সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া যদি আপনাদের বাড়ীতে কোন দিন আগুন লাগে, আশু তন্নিবারণের কোন উপায়

দেখিল না। সে বৎসর যেমন আগুন লাগিয়াছিল, একপ ত আর শোনা যায় না, এমন রাত্রিই যাইত না যে অগ্নিদাহের কোলাহলে আমার নিদ্রাভঙ্গ না হইত। একে ত আগুনে গৃহস্থের প্রায় যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইত, আবার দুষ্ট লোকেরা একত্র হইয়া গোলমাল করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিত, লুটিয়া লইত। অবশেষে প্রকাশ পাইল, সন্ধ্যা হইলে গোটাকত বদমাইস লোকে গঞ্জে ও বাজারে বাজারে বেড়াইত; আর যে গুদামের দ্বার বা জানালা খোলা থাকিত কোন সুযোগে তাহার মধ্যে বন্দুকে আগুন ধরাইয়া রাখিত।

এই রূপে কারণ প্রকাশ হইলেও অনেকেই অবহেলা করিয়া পূর্ব্ব সাবধান হইত না, "খোদার ইচ্ছা" বলিয়া নিরুদ্যম হইত। কিন্তু ফরাসিস ভদ্রলোকটির উপদেশ স্মরণ করিয়া আমি আর ভাগ্যের প্রতি নির্ভর করিলাম না। যাহাতে আগুনে সর্ব্বস্ব দগ্ধ না হইতে পারে এমন উপায় স্থির করিয়া রাখিলাম। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে প্রতি রাত্রিতে সমুদায় আলো নিবাইতাম। দমকলে আশু অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, অতএব বাড়ীর বাটীতে গুটিকত দমকল প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম। আমার নিজের বাটীতে কখন আগুন লাগে নাই, কিন্তু আমার এই সকল উদ্যোগ ও পূর্ব্ব সাবধানতায় প্রতিবেশবাসীদের সমূহ উপকার দর্শিল। প্রতিবাসীগণ সকলেই আমাকে সর্ব্বভুকের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ

কর্ত্তা বিবেচনা করিয়া, আমি গ্রহণেচ্ছুক না হইলেও বহু মূল্য দ্রব্য সামগ্রী উপঢৌকন দিতেন এবং আমার শুভাদৃষ্টের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন ; কিন্তু সুভগ অপেক্ষা বিবেচক খ্যাতি পাইলে আমার তুষ্ট হইবার সমধিক অধিকার থাকিত।

এক দিন কোন বন্ধুর ভবনে প্রীতিভোজনে গিয়াছিলাম ; বাড়ি আসিতে অধিক রাত্রি হইল। পথে লোক জন চলিতেছিল না, পাহারাওয়ালারাও নিদ্রিত হইয়াছিল। কতক গুলি জল প্রণালী দ্বারা নগরে জল নীত হয়। একটি জলপ্রণালীর নিকট দিয়া গমন কালে জল নিঃসরণ শব্দ শুনিতে পাইলাম এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম বাস্তবিকই জল বহির্গত হইতেছে; দৈবাৎ এরূপ হইয়াছে ভাবিয়া কলটি সোজা করিয়া দিলাম। কিছুদূর যাইয়া আর একটি প্রণালীর নিকট উপস্থিত হওয়াতে পুনরায় জল বহির্গমন শব্দ শুনিলাম, সেটিও সোজা করিয়া দিলাম ; এই রূপে ক্রমে ক্রমে আরো দুই তিনটা দেখিয়া স্থির করিলাম, দুরাত্মারা অদ্য সমস্ত নগরী দগ্ধ করিতে মনন করিয়াছে, জলসেচন দ্বারা পাছে তাহাদের মানস সফল না হয়, এই জন্য সমস্ত প্রণালী নম্রমুখ করিয়া তাবৎ জল নিঃসৃত করিয়া দিতেছে। ভাবিলাম এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, ক্রমে ক্রমে সকল প্রণালী সংস্কৃত করা এক জনের অসাধ্য, আত্মএব নিজে প্রবৃত্ত হইলে কি হইবে ; চৌকিদারদিগকে

তুলিয়া সকল কথা বলিলেও হয়ত কার্য্যকর হইবে না। তাহারাও এই মন্ত্রণার মধ্যে আছে, কেনন। এতক্ষণে অবশ্য একজন চৌকিদারও জল নিঃসরণ শব্দে সতর্ক হইয়া ইহার অনুসন্ধান লইত। এই রূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার প্রতিবেশবাসী দামদজাদিকে জানাইতে স্থির করিলাম। যেহেতু এই প্রসিদ্ধ ধনি বণিকের বিস্তর ক্রীতদাস ছিল, এক২ জনকে এক২ টা প্রণালী সংশুদ্ধ করিতে পাঠাইলে, অল্পক্ষণের মধ্যেই জল নির্গমন নিবারণ হইবে এবং নগরবাসিরাও সংবাদ পাইবে।

ডাকিবা মাত্র ইহার নিদ্রা বিগত হইল। ইনি অতিশয় কর্ম্মতৎপর লোক ছিলেন সুতরাং ইহার নিদ্রাও সজাগ ছিল। সমস্ত অবগত হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে সম্রাট ও তদীয় পরিজন বর্গের রক্ষা সাধন নিমিত্ত মন্ত্রীর নিকট একজন দূত পাঠাইলেন। পরে প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট দিগের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, এবং প্রণালীর মুখ বন্ধ করিতে চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। মাজিষ্ট্রেটেরা বৃহৎ জয়ঢক্কা বাজাইয়া লোক দিগকে সতর্ক করিতেছেন ইতিমধ্যে দামাদজাদির নিজ মহলে আগুন লাগিল। দুরাত্মারা অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়া লুট করিবার মানসে গোলমাল করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল; কিন্তু বড় আশাই বিফল হইল, কোথায় লুট করিবে, না পুলিসের লোক আসিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিল। সেই সময়ে

নগরের চারিদিকে আগুন লাগিয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্ব-সাবধান হওয়াতে ও সমুদায় জল নিঃশেষিত না হইতে দেওয়াতে সকল অগ্নি ত্বরায় নির্ব্বাপিত হইল। কাহারও অধিক ক্ষতি হইল না।

পরদিন গঞ্জে আসিবামাত্র তাবৎ বণিকেরা আমার নিকট আসিয়া তাহাদের ধন প্রাণ রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। দামাদজাদি বহুমূল্যের একটি হীরক অঙ্গুরীয়ক এবং মোহরপূর্ণ এক সুবর্ণ থাল আমাকে উপহার পাঠাইলেন। আরং বণিকেরা তদ্দৃষ্টান্তের অনুগামি হইয়া যথা সাধ্য উপঢৌকন দিলেন। মাজিষ্ট্রেটেরাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কৃপণ হন নাই, এবং প্রধান মন্ত্রী অন্ততঃ একটি হীরকখণ্ডে "কনস্তান্তিনোপেলের রক্ষাকর্ত্তা" এই কথাগুলি খোদিত করিয়া আমাকে প্রদান করিলেন। মহাশয়গণ, এই সকল বলিয়া আমি আত্ম-গৌরবানুবাদ করিতেছি না, আপনারা আমার ইতিবৃত্ত শুনিতেছেন সুতরাং প্রধানং বিষয়গুলি ত্যাগ করিতে পারি না।

সে যাহা হউক নগরবাসীদের উপহারের অর্থ পাইয়া এক দিনের মধ্যে প্রভূত ধনরাশি আমার হস্তগত হইল। স্বপ্নেও জানিতাম না যে এত টাকার অধিকারি হইব।

এক্ষণে অবস্থানুযায়ি একটি বাড়ি ও কতকগুলি দাস ক্রয় করিলাম। দাস গুলিকে বাড়িতে লইয়া যাইতেছি, পথিমধ্যে এক জন ইহুদির সঙ্গে দেখা

হইল। সে অতিশয় শীলতাপুর্ব্বক নমস্কার করিয়া কহিল ' কর্ত্তা দাম কিনিয়াছেন, সত্ত্বাদরে উহাদিগের বস্ত্র যোগাইতে পারি।' ইহুদীর আকৃতি দৃষ্টে ও বাক্য শ্রবণে আমার ভাল বোধ হইল না, কিন্তু বিবেচনা করিলাম বিষয়কর্ম্ম স্থলে আকারগত লক্ষণালক্ষণের প্রতি নির্ভর করা উচিত নহে। যদি এ ব্যক্তি সত্য সত্যই সুলভ মূল্যে বস্ত্র বিক্রয় করে ত লইবার হানি কি; এই রূপ বিচার করিয়া ইহুদীকে বাড়িতে বস্ত্র আনিতে আদেশ দিলাম।

ইহুদী বস্ত্রের সিন্দুকটি আনিয়া উপস্থিত করিল। মূল্যের কথা হইলে আমি যা বলিলাম তাহাতেই স্বীকার পাইল। একটি বিষয়ে কেবল আমার কথা রাখিল না। বস্ত্র দেখিতে চাহিলাম এবং কোথা হইতে নীত জিজ্ঞাসা করিলাম। শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কৌশলে ও কথাটি ঢাকিবার চেষ্টা পাইল, অতএব আমার সন্দেহ উপস্থিত হইল, সে হয় চুরি করিয়াছে নতুবা মহামারী পীড়ার গতাশু-লোকের বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। যাহা হউক, তখন কিছু না বলিয়া বস্ত্র দেখিতে চাহিলাম, সে সিন্দুক খুলিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু খুলিবার পূর্ব্বে এক প্রকার গন্ধদ্রব্যে নাশারন্ধ্র বন্ধ করিল, কারণ জিজ্ঞাসিলে " সিন্দুকে কস্তুরি আছে, কস্তুরির গন্ধে মাথা ধরে' কহিল। কস্তুরির গন্ধে আমারও মাথা ধরে এই বলিয়া আমিও গন্ধদ্রব্যটি চাহিলাম। ইহুদী চাতুরি ধরা পড়িল বুঝিয়া আর

পাণ্ডুবর্ণ হইল। দুই একটা অন্য চাবি দিয়া খুলিতে চেষ্টা করিয়া কহিল চাবিটা কোথায় ভুলিয়া আসিয়াছি ত্বরায় অন্বেষণ করিয়া আনি।

সে প্রস্থান করিলে পর, আমি সিন্ধুকের ডালার উপর নিরীক্ষণ করাতে "স্মিরণা" এই কথাটি পড়িতে পাইলাম। স্মিরণা নগরে ইতিপূর্ব্বে অতিশয় মড়ক হইয়াছিল অতএব পূর্ব্বে যে সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহা অমূলক নহে এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। ইহুদী আর ফিরিয়া আসিল না, মুটে পাঠাইয়া সিন্ধুক লইয়া গেল। দিন কএক আর ইহুদীর কথা কিছুই শুনিতে পাই নাই। এক দিন দামাদজাদির ভবনে প্রবেশ করিতেছি এমন সময় ইহুদীকে দেখিতে পাইলাম। আমাকে দেখিয়াই সে সরিয়া গেল। দামাদজাদির সহিত দেখা হইলে বলিলাম 'বন্ধো, ইহুদীর সহিত আপনার কি সওয়াদ হইতেছে? আমি কৌতুহল বশতঃ বা আপনার বিষয় কর্ম্মে অন্যায়রূপে হস্তার্পণের ইচ্ছা প্রযুক্ত এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না।'

দামাদজাদি উত্তর করিলেন ও ব্যক্তি অতি অল্প মূল্যে আমার ক্রীতদাসদাসীদিগের বস্ত্র দিবে বলিয়াছে; মানস করিয়াছি যে আমার কন্যা কাডিসার জন্মতিথি দিবসে প্রমোদকাননে মহা সমারোহ করিব, এবং দাসীদিগকে এক২ প্রস্ত নূতন পরিচ্ছদ দিয়া তাঁহাকে আহ্লাদিতা করিব।

দামাদজাদির কথা সমাপ্ত হইলে ঈহুদী সম্বন্ধীয় যাহা জানিতাম, বলিলাম। মৃত ব্যক্তিদের বস্ত্রদ্বারা সংক্রামক রোগের সঞ্চার হইতে পারে ইহা তিনি নিশ্চয় জানিতেন, অতএব ঈহুদীর নিকট বস্ত্র ক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইলেন। দুরাত্মা ঈহুদী সামান্য অর্থলোভে শত২ ব্যক্তির প্রাণ বিনাশে প্রস্তুত হইয়াছে, অতএব সে রাজদণ্ডের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া আমরা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সংবাদ পাঠাইলাম। কিন্তু পুলিসের লোকেরা বিলম্ব করাতে সে পলায়ন করিল। তাহার বাসাবাটীতে অনুসন্ধান লইলে জানা গেল, সে মিসর দেশে যাত্রা করিয়াছে। কনস্তানতিনোপোল হইতে দূর করিয়াছি, ইহাই আমাদের যথেষ্ট আহ্লাদের বিষয় হইল।

দামাদজাদি আমাকে বিস্তর ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। বলিলেন 'বন্ধো! পূর্ব্বে তুমি আমার ধন রক্ষা করিয়াছ এক্ষণে আমার এবং প্রাণাধিকা ফতেমার জীবন রক্ষা করিলে।'

ফতেমা!! এই মধুর নামটি শ্রবণ করিয়াই আমার মনের চঞ্চলতা গোপন রাখা কঠিন হইল। ঐ রমণীকে পূর্ব্বে ঘটনাক্রমে দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং দেখিয়া অবধি তাঁহার আপূর্ণ যৌবন প্রভায় ও অনুপম রূপ মাধুরিতে আমার মনঃ মোহিত হইয়া ছিল। কিন্তু আর এক একজনের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ এক প্রকার ধার্য্য হইয়াছে জানিয়া, তাঁহার মনমোহিনী মূর্ত্তি বিস্মৃত হইতে চেষ্টা

আমার পূর্ব্বানুরাগ বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইলেন। বলিলেন, "সালাদিন, তুমি আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়াছ, আমাদের উৎসবে তোমার আমোদ আহ্লাদ করা উচিত। ফতেমার জন্মতিথিতে তোমার নিমন্ত্রণ রহিল। সেইদিন তোমাকে এক বারাণ্ডা হইতে, পুষ্প-বাটিকায় কামিনীগণ গোলাপোৎসবে কি রূপ আমোদ করেন দেখাইব, এবং সেই সঙ্গে অবগুণ্ঠন বিমুক্তা ফতেমাকেও কিয়ৎক্ষণের জন্য দেখিতে পাইবে।"

আমি বলিলাম এটিই যাহাতে না ঘটে আমি সেই প্রার্থনা করি, এক দণ্ডের সুখের নিমিত্ত সমস্ত জীবনকাল দুঃখে যাপন করিতে হইবে এমন সুখ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। আপনি আমাকে বিশ্বাস ও স্নেহ করেন, অতএব আপনার নিকট কিছু অপ্রকাশ রাখিব না। ইতিপূর্ব্বে আমি ফতেমার মনমোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়াছি, কিন্তু আমি জানি অল্পকাল মধ্যেই তিনি অন্যের সম্পত্তি হইবেন।

আমার অকপটতায় সাসাদজাদি তুষ্ট হইলেন কিন্তু তথাপি গোলাপোৎসব দেখিতে জিদ্ করিলেন। আমিও ফতেমাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিতে বারম্বার অস্বীকার করিতে লাগিলাম। তিনি কত প্রকার তর্ক করিলেন, কতরূপে প্রবর্ত্তনা দিতে লাগিলেন এবং অকিঞ্চিৎকর প্রতিজ্ঞার কত দূর বল আছি বলিয়া হাস্য করিয়া লজ্জা দিলেন। কিন্তু কিছুতেই আমি তাঁহার অনুরোধ

রাখিতে স্বীকার পাইলাম না। তখন তিনি সরোষ-পরুষ বচনে কহিলেন "যাও যাও, আর বুঝিতে বাকি নাই; অন্য কোন রমণীর প্রতি আসক্ত আছ, অবজ্ঞা করিয়া কতেমাকে দেখিতে চাহ না। আবার সুবিবেচনা, না দেখিবার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ। আমিও কি মূঢ়! এই সামান্য ব্যক্তিকে রাজপুত্র-লালসিত মর্য্যাদা দিতে উদ্যত হইয়া ছিলাম!

সামাদজাদিকে পূর্ব্বে ধীর ও শান্ত প্রকৃতি জানিতাম, এক্ষণে তাঁহাকে অকস্মাৎ আমার উপর অন্যায় দোষারোপ করিতে এবং অতিশয় ক্রোধযুক্ত দেখিয়া আমার প্রথমে ইচ্ছা হইল সেখান হইতে উঠিয়া আসি, কিন্তু ভাবিলাম একবার বিরোধ হইলে পুনরায় অকৃত্রিম প্রণয় হয় না; অতএব বিরাগ ভাব সম্বরণ করিয়া কহিলাম, "মহাভাগ! আপনি এক্ষণে রাগত হইয়াছেন, সুতরাং বিচার করিতে অক্ষম; কালি রাগ পড়িলে বুঝিতে পারিবেন আমি চাতুরি করি নাই। যে বস্তু দেখিলে তদধিকারে লোভ জন্মে, অথচ যাহা দুষ্প্রাপ্য, সে বস্তু না দেখাই ভাল। সত্য বলিতেছি আমার অন্য কোন কামিনীর প্রতি অনুরাগ নাই।"

এই কথা শুনিয়া সামাদজাদি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, "সালাদিন! তোমার মনঃপরীক্ষার নিমিত্ত রাগ করিয়া ছিলাম, কতেমা যদি তোমার

এতই অনুরাগের পাত্রী হইয়াছেন তবে তিনি তোমারই হইলেন।

ফতেমা আমার হইলেন!! এই কথা শুনিয়া আমার আহ্লাদের ইয়ত্তা রহিল না; আহ্লাদে মন অবশ হইল, কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না। বণিক বলিতে লাগিলেন, "তোমার বুদ্ধিমত্তা ও সুবিবেচনার আমি বিস্তর পরিচয় পাইয়াছি, সুতরাং তোমার সদ্গুণে প্রীত হইয়া তোমাকে সমর্পণ করিলাম, আমার প্রাণাধিকা কন্যাকে সুখে রাখিবে ইহা বলা বাহুল্য। যথার্থ বটে মকুন্দের পাসার সঙ্গে বিবাহের কথা হইয়াছিল। কিন্তু পাসার চরিত্র বিষয়ে অনুসন্ধান লইলে জানিতে পারিলাম তিনি বড় অহিফেণভক্ত। যে ব্যক্তি দিবসের একার্দ্ধ উন্মত্ত ও অপরার্দ্ধ অচেতন থাকে আমার কন্যা তৎসহবাসে কখনই সুখ পাইবেন না। বিবাহ না দিলে পাসা যে আমার কিছু অনিষ্ট করিবেন সে চিন্তা করি না। রাজমন্ত্রীর সহিত আমার কতিপয় বন্ধুর বিশেষ সদ্ভাব আছে। মন্ত্রীর কথায় পাসাকে নিরস্ত হইতে হইবে। সালাদিন এখন তোমার গোলাপোৎসব দেখিতে কিছু আপত্তি আছে কি?"

সালাদজাদির চরণে পতিত ও তদীয় জানু আলিঙ্গন করিয়া আমি এই প্রশ্নের উত্তর করিলাম, "গোলাপোৎসব দিবসে মনোহারিণী ফতেমার সহিত আমার বিবাহ হইল। এই কয় বৎসর হইল তাঁহার সহিত

বিবাহ হইয়াছে; তিনি অদ্যাপিও মনোহারিণী আ-ছেন। তিনি আমার নয়নানন্দ-দায়িনী ও হৃদয়-সর্ব্বস্ব। তাঁহার সহিত মিলিত-জীবন হইয়া আমি যত সুখি হইয়াছি, কিছুতেই এত সুখ পাই নাই। তাঁহার পিতা এই বাড়িখানি, ও মৃত্যুকালে তদীয় যাবতীয় সম্পত্তি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন অতএব এখন আমার আশাতীত ধন হইয়াছে। কিন্তু অর্থদ্বারা দীনগণের দরিদ্রতা মোচন করিতে সক্ষম হই বলিয়া ইহার গৌরব করি। ভ্রাতা মুরদ আমার ধনের সমান অংশ ভোগ এবং আপন দুঃখ বিস্মরণ করিলে আমার কোন বিষয়ে ক্ষোভ থাকে না।———ভ্রাতঃ! সুলতান নয়নতার দর্পণ ও তোমার ভগ্ন তেজদের নিমিত্ত ত্বরায় কোন উপায় স্থির করিতেছি।”

সম্রাট ছদ্মবেশ উন্মোচন করিয়া আত্ম প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন আর কিছুই উপায় করিতে হইবে না। সালাদিন! তোমার বৃত্তান্ত শুনিয়া পরম তুষ্ট হইলাম মন্ত্রিণ! তোমার কথাই সত্য। মুরদ এবং সালাদিনের বৃত্তান্ত তোমারই মতের পোষকতা করিতেছে। সালাদিনের সুবিবেচনাই তাহার উন্নতির সোপান আর সেই সুবিবেচনা দ্বারাই কনস্তান্তিনোপোল অগ্নিদাহ এবং মড়ক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। মুরদের যদি ঐ রূপ বিবেচনা থাকিত তবে পরের কটি মাথায় করিয়া নিজের প্রাণ হারাইবার শঙ্কায় পড়িত না, অঙ্গুরীর জন্য অপ-

তরের পদাঘাত বা বিচারকর্ত্তার প্রহার সহ্য করিত না।
টাকার তোড়াও কেহ কাড়িয়া লইত না, বিজন মরুভূ-
মিতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িত না, তাহাকেও
আগুণ ধরাইত না, এবং ইহুদিকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া
কেরোনগরে মড়ক প্রচার করিত না, আর দেশে ফি-
রিয়া আসিয়া আত্ম প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখিয়া দস্যু-
বোধে তরবাল আঘাতদ্বারা আমার মহিষীর দর্পণ চূর্ণ
করিত না, এবং সর্ব্বশেষে মন্ত্রপূত সুন্দর তেস্‌খানি নিজে
উদোদকে পরিস্কার করিতে গিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত না।
এখন অবধি লোকে "হতভাগা" মুরদ না বলিয়া "অবিবে-
চক" মুরদ বলুক এবং সালাদিনের "শুভাদৃষ্ট" পরি-
বর্ত্তে "সুবিবেচক" অভিধান হউক।

সম্রাট এইরূপ আদেশ দিয়া সে স্থান হইতে বহির্গত
হইলেন। তিনি আত্মমত খণ্ডন সহ্য করিতে পারি-
তেন, অন্যান্য স্বেচ্ছাচারি রাজাদের ন্যায় মন্ত্রীর প্রাণ-
দণ্ড করিতেন না। ইতিহাসে লিখিত আছে সুলতান
লাদিনকে এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত
রিয়া পাঠা করিতে চাহিয়া ছিলেন কিন্তু সালাদিন সে
ম অস্বীকার করিলেন। অস্বীকার করিবার এই
নির্দ্দেশ করেন যে মানুষের সন্তোষের অধিক
র কিছুই সুখ নাই, তিনি যখন বর্ত্তমান অবস্থায়
ভাব লাভ করিতেছেন তখন তদপেক্ষা উচ্চপদ এবং
কোন আবশ্যকতা নাই। হতভাগা বা অবিবেচক

মুরদের আর কিং বিপদ ঘটিয়াছিল তাহা বিবৃত হয় নাই। তিনি এতদ্দেশীয় গুলিখোর* দিগের মত প্রত্যহ দিন গুলির আড্ডায় যাইতেন এবং অবশেষে অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করেন।

সমাপ্ত।

* এ দেশের গুলিখোর দিগের অপেক্ষা মুরাদ অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। মুরাদের ধর্ম্মভয় ছিল। আমাদের দেশের নিকৃষ্ট-মতি, পিশাচ-নির্ব্বিশেষ গুলিখোর দিগের প্রায় অধিকাংশই চৌর্য্যে ও সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত থাকে।